গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.১১৩.০৪.০১১.১২-৩২২৪ তারিখ-২৮/১০/২০২৪

বিষয়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জমি-জমা উদ্ধার সংক্রান্ত ৬৭তম টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বেদখল হওয়া সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে '৬৭তম টাস্কফোর্স সভা' গত ২৬/০৯/২০২৪খ্রি., ২৯/০৯/২০২৪খ্রি. এবং ৩০/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। টাস্কফোর্স সভার আলোকে কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক স্বাক্ষর করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান'কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ৬৭তম টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী।

২৮/১০/২০২৪

(এ কে এম হাসিবুল হাসান)
উপপরিচালক (এলএসএস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
ফোন-০২৫৫০২৮৩৮৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ... (সংশ্লিষ্ট অঞ্চল)।
২। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ... (সংশ্লিষ্ট এটিআই)।
৩। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ... (সংশ্লিষ্ট জেলা)।
৪। উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, ... (সংশ্লিষ্ট হর্টি: সেন্টার)।
৫। উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, ... (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
৬। মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মেট্রোপলিটন কৃষি অফিস, ... (সংশ্লিষ্ট দপ্তর)।
৭। উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, ... (সংশ্লিষ্ট হর্টি: সেন্টার)।
৮। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার, ... (সংশ্লিষ্ট হর্টি: সেন্টার)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ
১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- উপসচিব, আইন অধিশাখা)।
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ- মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
৩। পরিচালক, ... উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (সকল উইং)।
৪। উপপরিচালক (প্রশাসন/পার্সোনেল), প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত উপপরিচালক (প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/পার্সোনেল/লিসাসা), প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬। প্রোগ্রামার, আইসিটি ব্যবস্থাপনা অধিশাখা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

বিষয়ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৬৭ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং)
তারিখ ও সময়	:	২৬/০৯/২০২৪ খ্রি., ২৯/০৯/২০২৪ খ্রি. এবং ৩০/০৯/২০২৪খ্রি., সকাল ০৯.০০ ঘটিকা
স্থান	:	মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
উপস্থিতি	:	উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংগে মতবিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম/অগ্রগতি লিখিত আকারে সদর দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

(ক) গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:-

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১.	সাভার সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে ৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ নম্বর মামলায় ১২/১২/২০১৭ তারিখে সরকার পক্ষে রায় হওয়ায় বিবাদী পক্ষ হতে সিপিএলএ নং-২৩৩৭/১৮ দায়ের করেছেন। স্ট্যাটাস-কো চলমান আছে। মামলাটি leave grant হওয়ায় সিভিল আপিল নং-৫৪/২০২১ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি গত ০৮/০৮/২০২৩ তারিখে শুনানীর জন্য আপিল বিভাগের ২নং আদালতে কজলিস্টের ৯৭নং সিরিয়ালে ছিল। জমি ডিএই'র দখলে। বর্তমানে ৬ সপ্তাহের স্ট্যাটাসকো দেওয়া হয়েছে। স্ট্যাটাসকো চলমান আছে। বিচারপতি নিয়োগ না হওয়ায় উক্ত মামলার শুনানী হচ্ছে না। মামলাটি ২ নম্বর কোর্টে বিচারাধীন আছে। সংশ্লিষ্ট মামলা এডভোকেটের নাম ও মোবাইল নং- জনাব শেখ মো: মোরশেদ, এএজি। মোবা: ০১৭১৫৪৯৪৭২৬।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে মামলাটি কজলিস্টে এনে শুনানীর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, হর্টি: সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা	ঢাকা অঞ্চল
২.	(ক) সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১৩.২১ একর জমির মধ্যে মোট ১০.৫৬ একর জমি সেন্টারের দখলে রয়েছে। হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৬৫ একর জমির জাল দলিল হওয়ায় দুদক কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) নং মামলা দায়ের হয়। মামলার সকল আসামীগণ মারা যাওয়ায় ১০/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে তাদেরকে অভিযোগ দায় থেকে মুক্তি দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভার কে ২০/৪/২২ তারিখে জমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে জানা যায় মোঃ তফিজ উদ্দিন পং অতিরিক্ত জেলা জজ, ঢাকা এর ৬১৫/২০১৭ নং মামলার রায়ের বিরুদ্ধে এবং হর্টিকালচার সেন্টার সোবহান, সাভার কর্তৃপক্ষ জমি দখলের জন্য যাতে কোন ব্যবস্থা না নিতে পারে তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত Status Que চেয়ে প্রথম আপিল মামলা ১৪৪/২০১৯ নং দায়ের করেন। মামলাটি কজলিস্টে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আইনজীবির নিকট জমা দেওয়া হয়েছে। মামলাটি সরকার পক্ষে মোকাবেলা করার জন্য এডভোকেট জনাব মোঃ বদরুল ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। (খ) জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলায় বর্ণিত ২.৬৫ একর জমির এক তৃতীয়াংশের রায় সরকারের বিপক্ষে হলে পরবর্তীতে সরকার পক্ষে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মামলা ২১০/১৮ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটির পক্ষভুক্তির শুনানী চলছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/১০/২০২৪। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব সালাউদ্দিন এসকাপার কিং (পিপি)। মোবাইল-০১৭১২৫১২৯১২।	(ক) ২.৬৫ একর জমি দখলে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এসি (ল্যান্ড), সাভার এর সাথে যোগাযোগ চলমান রাখতে হবে। (খ) ২.৬৫ একর জমি দখলে নেয়ার জন্য রুজুকৃত মামলা ২টি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ঐ	ঢাকা অঞ্চল

ক্রম নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৩.	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৩ শতাংশ জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং ৬০/৯১ দায়ের করার পর বাদীপক্ষে রায় ঘোষিত হলে সরকার পক্ষে সিভিল আপীল নং-১/১২ দায়ের করা হয়। এ মামলার রায়ে নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করা হয়। ঘোষিত আদেশের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ কর্তৃক সিভিল রিভিউ পিটিশন-১৬/১৫ দায়ের করে। এ মামলা নিম্ন আদালতে পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করা হলে সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। রায়ের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দেওয়ানী আপীল ৩৩২/১৭ মামলাটি দায়ের করা হয়। বাদীগণ আরো কয়েকজন ব্যক্তিকে মামলায় পক্ষভুক্তির জন্য আবেদন করলে ১৯/০২/২০২৩ খ্রি. তারিখ শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। মামলাটির পক্ষভুক্তির শুনানীর তারিখ ১৫/০৯/২০২৪ খ্রি.। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/১০/২০২৪ খ্রিঃ। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব মো: মিজানুর রহমান, এজিপি, মোবাইল- ০১৮১৫৪২১০৪৪।	৩৩২/১৭ মামলাটির নির্ধারিত তারিখে নিয়োগকৃত আইনজীবীর সাথে ডিএই'র প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	ঐ	ঢাকা অঞ্চল
৪.	(ক) টাট্টি মৌজার সি.এস-১৯, দাগ নং-০৭, জমির পরিমাণ ২.৪৩, দাগ নং-৯, জমির পরিমাণ ২.১২, মোট জমি ৪.৫৫ একর দাবী করে জনাব শাহাওয়াত হোসেন চৌধুরী বাদী হয়ে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় টাইটেল স্যুট মামলা নম্বর- ৮৩৪/২০১৮ দায়ের করেন। স্বত্ব ঘোষনাসহ খাস দখলের মোকদ্দমা মামলা। মামলাটি শুনানি পর্যায়ে রয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) আইচানোয়ান্দা মৌজার এসএলাগ নং- ৪১, মোট জমি-১.৯৪ একর এসএ-৪২নং দাগে ০.৩২ একর মোট ২.২৬ একর। আরএস রেকর্ড মতে আরএস-২২১ নং দাগে ২.৪৮ একর কাতে ২.৩৮ একর ভূমি নালিশি সম্পত্তি দাবী করে বাদী জনাব হারুন অর রশিদ ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় টিএস-৪৭৯/২০১৫ দায়ের করেন। মামলা শুনানি পর্যায়ে রয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	সরকারি সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর যত্নবান হতে হবে এবং মামলাগুলো সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ঐ	ঢাকা অঞ্চল
৫.	(ক) রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের ৯.২৪ একর জমির মধ্যে ২.২১ একর জমির মালিকানা দাবী করে সাভার কোর্টে জনৈক নাসিম আহমেদ গং দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং-৭২৬/১৪ দায়ের করেন। গত ০৮/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে মামলাটির জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) দে. মোকদ্দমা- ১৬৮/২০২০ মামলায় অত্র সেন্টারের পক্ষভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩০/০৯/২০২৪ খ্রি. এ জবাব দাখিল হবে। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে। (গ) কাশেম আলী গং কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪৯৩/১৯ মামলায় হর্টিকালচার সেন্টার-কে পক্ষভুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলার শুনানীর তারিখ-২৮/০১/২০২৫খ্রি.। (ঘ) বেআইনি ভাবে জনতাবন্ধে সরকারি হর্টিকালচারের ভিতরে প্রবেশ করত: মাতৃ বাগানের গাছ পালা ভাঙ্গিয়া ক্ষতিসাধন করার অপরাধে ১৪৬/৪৪৮/৪২৭ পেনেল কোর্ট ১৮৬০ অনুযায়ী উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ সাভার, ঢাকা জনাব মোঃ তুষার চান সরকার গং (৪জন)-কে আসামী করে জেলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৪ এ অনা প্রকার মোকদ্দমা-৩৯(৩)/২০২৩ দায়ের করেন। মামলায় বাদি পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান। অপরদিকে তুষার চান সরকার গং কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪৩/২০২৩ মামলায় গত ২৯/১১/২০২৩ খ্রি. তারিখে জবাব দাখিল হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৬/০৯/২৪। মামলাটি স্বাক্ষ্য গ্রহন পর্যায় রয়েছে। (ঙ) সেন্টারের ৯.২৪ একর জমির মধ্যে উপজেলা মডেল মসজিদের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০ শতক জমি ব্যতিত ৮.৮৪ একর সম্পত্তির দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকার প্রতিনিধি এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভারসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা আহ্বানের নিমিত্ত অত্র দপ্তরের স্মারক নং- ৮১৮(৬), তারিখ-১১/০৩/২০২৪ খ্রি. মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের অইন অধিশাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর জনাব হাবিবুর রহমান বাদল, এজিপি। মোবাইল নং- ০১৭১১১৭৬৩০৯।	(ক) আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে আদালতে ডিএই'র প্রতিনিধিসহ উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্ত ও লীজ মানি নবায়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকার প্রতিনিধি এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি), সাভারসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে একটি সভা আয়োজনের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টি: সেন্টার, রাজালাখ, সাভার, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবীথি আসাদগেট, ঢাকা এর অধীনস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ার, আগারগাঁও এ প্রায় ৭৫০টি মাতৃগাছ রয়েছে। গত ২৯/১০/২০১৮ তারিখ হতে উক্ত মাতৃবাগানে বিমান বাহিনী কর্তৃক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্বত্ব ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার প্রদানের অনুমতির জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৭৬তম টাস্কফোর্স সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় আহবানের জন্য ডিএইর হতে ২৮/০৪/২০২৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবীথি আসাদগেট, ঢাকা এর অধীনস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ার, আগারগাঁও ব্যবহার করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে যুক্ত সময়ের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ, হর্টি: সেন্টার, আসাদগেট, ঢাকা	ঢাকা অঞ্চল
৭.	(ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৫৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৫৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই বাদী হয়ে দে: মোকদ্দমা দায়ের করলে আদালত পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা নং-৫০৮/২০২৩ (পুরাতন-১৪/২০২৩ ও ৪৪৬/২০২২ এবং ১৮৮/১১ হতে উদ্ভূত) রুজু হয়েছে। ০৩/০৭/২০২৪ মামলার শুনানী হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে বাদীদের স্বাক্ষী পর্যায়ে রয়েছে, মামলার পরবর্তী তারিখ ২৯/১০/২০২৪ খ্রিঃ । (খ) জনৈক খোরশেদ আলম কর্তৃক ৬ষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরিত হওয়ায় নতুন দেঃ মোঃ নং-৫৭৮/২০২২ (পুরাতন ৪৬৬/১০) দায়ের হয়েছে। মামলাটি গত ১০/০৬/২০২৪ তারিখে কারন দর্শানোর আদেশের জন্য ছিল। পরবর্তী তারিখ ০৫/১১/২০২৪ খ্রিঃ। (গ) ডিএই কর্তৃক উক্ত মৌজার ০.৮ শতক জমি সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৫৯১/২০১৩ দায়ের করা হয়েছে যার বিবাদী ৫২ জন। পরবর্তীতে পক্ষভুক্ত হয়েছে আরো ৩ জন। বিভিন্ন সময়ে বিবাদীগণ হাজির হয়ে জবাব দাখিল করেছেন। মামলাটির উপর গত ০৫/০২/২০২৪ তারিখে শুনানী হয়েছে। ০৩/০৭/২০২৪ খ্রিঃ জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত মূল কাগজপত্র দাখিল এবং ৩২(ক) থেকে ৩২ (ছ) বিবাদী জবাব দাখিলের জন্য ধার্য হয়েছিল। ২৫/০৯/২০২৪ নট টুডে হয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। মামলাগুলো সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব মো: ফিরোজ উদ্দিন, মোবাইল নং-০১৯১১২৩৮১৭৭২।	সরকারি সম্পত্তি সম্পর্কিত মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর যত্নবান হতে হবে এবং মামলাগুলো সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল
৮.	(ক) ঢাকা জেলার ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন দেইল্লা মৌজায় ডিএই'র ০.২৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ-৩৪২/১৪ দায়ের করেন। পরবর্তীতে ডিএই যেন জমি ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে যুগ্ম জেলা জজ আদালতে আবেদন করেন। কিন্তু আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার আবেদন না মঞ্জুর করা হলে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন-৫৭৭/২০১৬ দায়ের করেন। মামলার জবাব গত ২১/০৬/২০২১ তারিখে সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের জবাব মামলার ফাইলে জমা হলেও মামলার কার্যক্রম আদালতে এখনো শুরু হয়নি। এ বিষয়ে সরকার পক্ষে একজন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল নিয়োগের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং- ৬৮, তারিখ-০২/০৫/২০২৪খ্রি. মোতাবেক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।এছাড়াও জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা নির্মানের জন্য ০.০৮ একর জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব এপ্রিল/২০২৩ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনজীবী এখনো নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি।	মামলাটি কজলিস্টে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগাধীন
৯.	ঢাকা জেলার জেমরা থানার কায়েতপাড়া মৌজার ডিএই'র ০.২০ একর সম্পত্তিতে ০৯টি পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছেন এবং উচ্ছেদের জন্য ১৫/১০/২০২৩ তারিখ চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়। থানা সার্কেল অফিসার বরাবর ৯/১১/২০২৩ খ্রিঃ অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদের জন্য পত্র দেওয়া হয়। ২৩/০৫/২০২৪ অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ মামলা করার জন্য ডিএই'র স্মারক নং-১২২৫, তারিখ- ২৮/০৪/২০২৪ খ্রি. মূলে থানা সার্কেল কৃষি অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ৩০/০৪/২০২৪ খ্রিঃ ৭৬তম টাস্কফোর্স সভায় অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত উচ্ছেদ মামলা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। মামলা দায়েরের বিষয়ে দপ্তর প্রধান সভাকে কোন অগ্রগতি প্রদান করতে পারেননি।	অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য দ্রুত সময়ের মধ্যে উচ্ছেদ মামলা দায়ের করে পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল
১০.	(ক) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় বাদী হয়ে তেজগাও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি'কে বিবাদী করে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা নং-১০১/১৬ (টিএস নং-২২৭/১০ পুরাতন) দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে ৪র্থ জজ আদালতে পি.এইচ পর্যায়ে রয়েছে। মামলায় ডিএই'র স্বার্থ রয়েছে বিধায় মামলাটিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন পত্রে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিজি, ডিএই সদয় স্বাক্ষর দানপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং-৪২, তারিখ- ৩১/০১/২০১৪ খ্রি. মূলে এজিপি জনাব নাসির উদ্দিন এর মাধ্যমে মামলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার পক্ষের মালিকানার বিষয়ে দেঃ মোঃ নং-৫৪/১৯৯৪ এর রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। ভবনের জমি ডিএইর দখলে আছে। মামলার শুনানীর তারিখ ২১/০৮/২০২৪ খ্রি. এ শুনানী হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৯/১০/২০২৪ খ্রিঃ। (খ) একই জমি নিয়ে "তেজগাও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি" "ধোলাইপাড় হাই স্কুল"কে বিবাদী করে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা নং- ১৯৬/২০১৩ দায়ের করেন। মামলাটি শুনানী শেষে গত ১৬/১০/২০২৩ তারিখে আদেশের জন্য নির্ধারিত থাকলেও তা প্রদান করা হয়নি। মামলায় ডিএই'কে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। মামলায় ডিএই'র স্বার্থ রয়েছে বিধায় মামলাটিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন পত্রে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিজি, ডিএই সদয় স্বাক্ষর দান করেছেন। তারিখ ২৩/০৬/২০২৪ খ্রি. সহকারী সরকারি আইনজীবি মামলায় সরকার পক্ষে পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেন। মহামান্য আদালত আবেদনটি গ্রহন করেছেন। মামলার ২১/০৮/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ শুনানী হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৩/১১/২০২৪ খ্রিঃ। এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর জনাব নাসির উদ্দিন, মোবাইল নং-০১৫৫৬৩২৫৪২০। (গ) সিটি জরিপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে দায়েরকৃত ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৮৪৩/১১ মামলাটির মিস আপিল নং- ০২/২০২২ দায়ের করা হয়েছে। গত ০৮/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত ছিল, আংশিক স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে। আগামী ০৯/১০/২০২৪ তারিখ পুনরায় সাক্ষীর জন্য নির্ধারণ করেছেন। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব মোজাম্মেল হক, মোবাইল নং- ০১৫৫২৪২৬৩৮৫।	(ক) মামলাগুলোর নির্ধারিত তারিখে শুনানীতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীর আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) মামলাগুলোর নির্ধারিত তারিখে শুনানীতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীর আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। (গ) মামলাগুলোর নির্ধারিত তারিখে শুনানীতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীর আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল
১১.	উপজেলা কৃষি অফিসের জমির মালিকানা দাবি করে জনাব ফনি ভূষন সূত্রধর উপজেলা কৃষি অফিস, দোহার, ঢাকা-কে বিবাদী করে অতিরিক্ত জেলা ও সাবরা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকায় টিএস- ৪৭১/২০০২ দায়ের করেন। মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীর আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিস, দোহার, ঢাকা	ঢাকা অঞ্চল
১২.	আকুর্তা ইউনিয়ন এসএএও কোয়ার্টারের জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বাদী হয়ে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ১নং এবং উপজেলা কৃষি অফিসার, সাভার ৩নং বিবাদী সহকারী জজ আদালত, সাভার, ঢাকায় অপর মোকদ্দমা নং- ১৮/২০১৯ (৩৩১/২০১৩ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। মামলা শুনানি পর্যায়ে আছে। গত ২৬/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে মামলাটি শুনানীর জন্য ছিল। মোঃ মিজানুর রহমান প্যানেল এডভোকেট জজ কোর্ট, ঢাকা মোবাইল নম্বর- ০১৮১৫৪২১০৪৪।	প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীর আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিস, সাভার, ঢাকা	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৩.	(ক) মোহাম্মদপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসানা সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নেয়ায় সংশোধনের জন্য ডিএই কর্তৃক ২য় যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৬৪/২০২২ (পুরাতন ৩৭৯/২০১৬) দায়ের করা হয়। গত ১৬/০৩/২০২৩ তারিখে মামলাটি বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ধার্য ছিল। বিবাদী পক্ষ Time Petition দেয়ার পর কোর্ট পরিবর্তন হয়ে ১ম সহকারী জজ আদালত হওয়ায় পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ হয়নি। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে, জমির পরিমাণ ২০ শতাংশ। (খ) সরকার পক্ষকে উচ্ছেদের জন্য দেঃ মোঃ নং-৮৭৮/১৩ দায়ের করা হয়। মামলাটি গত ০৯/০২/২০২৩ তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। বাদীপক্ষ Time Petition দেয়ায় পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ হয়নি। বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ১২/০৩/২০২৪ ধার্য ছিল। বাদীপক্ষ কর্তৃক অহেতুক Time Petition দিয়ে মামলা দীর্ঘায়িত করার বিষয়টি বিচারকের নজরে নিয়ে দ্রুত মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে পত্র দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২০/১০/২০২৪ খ্রিঃ। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব শামীম, মোবাইল- ০১৭১২৭১৭৬৬২। (গ) মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বাদী হয়ে আফসার সুলতানা গং-কে বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ধানমন্ডী, ঢাকায় রেকর্ড সংশোধনী মামলা নম্বর ১৫৬/২০১৩ দায়ের করেন। মামলার বিষয় বেনাফাইড মিসটেক। মামলাটি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।	(ক) জিপি'র সাথে যোগাযোগ করে মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। দখলকৃত জমিতে গাছ লাগানোর পরামর্শ। (খ) ধার্য্য তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	ঢাকা অঞ্চল
১৪.	(ক) এটিআই, গাজীপুর এর মোট জমির পরিমান ২৯.৫ একর যার মধ্যে ০.৫ একর হুকুম দখল সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে বুঝিয়ে না দেওয়ায় বেদখলে আছে। এটিআই, গাজীপুর এর অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য আংশিক জমি দাবী করে জনাব একেএম মাহবুবুর রহমান কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে ১নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে রিভিশন আপিল-০১/২০০৯ দায়ের করা হয়। গত ১১/০২/২০২৪ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক নিম্ন আদালতের নথি তলব করেছেন। মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/০৯/২০২৪। সংশ্লিষ্ট আইনজীবী তন্ত্রী প্রধান, মোবাইল- ০১৯১৮৬১৪৩৬৭। (ক) এটিআই'র অন্য একটি দাগে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে মোসাঃ হাজেরা খাতুন ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দে: মো: ২৫৫/১৭ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২২/১০/২০২৪ এবং জনাব মোঃ নেহাবুল ইসলাম বাদী হয়ে ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দে:মো: ০১/২০২২ (পুরাতন-১৬/২০১২) দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৬/১০/২০২৪। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী রুহুল আমীন, মোবাইল- ০১৭১২৮৫৩১৩৩ এবং লুৎফর রহমান, মোবাইল-০১৭৯৭২০৮২৪৪।	আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে শুনানীতে প্রতিনিধি উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, গাজীপুর	ঢাকা অঞ্চল
১৫.	(ক) গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক হর্টিকালচার সেন্টারের ২৭.০৭ একর জমির মালিকানার দাবীতে জনৈক রানা আওয়ান, গাজীপুর ২য় যুগ্ম-জেলা-জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলাটি ১৭/১০/২০২২খ্রি. তারিখে সরকার পক্ষে খারিজ হয়েছে। বাদী পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলাটি পুনরায় পুনর্জীবিত হয়। বাদী পক্ষের স্বাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ১১/০২/২০২৪ খ্রি. তারিখে ধার্য্য ছিল। স্বাক্ষ্য গ্রহন সম্পন্ন হয়নি। মামলার পরবর্তী তারিখ- ০১/০১/২০২৫ খ্রি.। (খ) ১.৯৯ একর জমির মালিকানার বিষয়ে বিবিধ মোকদ্দমা ১০৩/২০১৩ মামলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাজীপুর সদর কর্তৃক বাদী জনাব নিলুফা আক্তার এর আবেদন খারিজ করা হলে, তৎকালীন সময় ল্যান্ড সার্ভে আপিল ট্রাইবুনাল গঠন না হওয়ায় বাদী সংক্ষুব্ধ হয়ে কৃষি বিভাগকে বিবাদী করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/২০১৪ দায়ের করেন। মামলাটি এখনও কজলিস্টে আসেনি। এ বিষয়ে সরকার পক্ষে একজন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল নিয়োগের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং- ৬৮, তারিখ-০২/০৫/২০২৪ খ্রি. মোতাবেক বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরন করা হয়েছে। কিন্তু কোন অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে।	(ক) দেঃ মোঃ ২৩৭/২০১৪ মামলাটি শুনানীর নির্ধারিত তারিখে ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীসহ আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। (খ) ২৭৬৬/২০১৪ মামলাটির দীর্ঘসূত্রিতার অবসানের নিমিত্ত বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে এনে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, হর্টি: সেন্টার, মৌচাক, গাজীপুর	ঢাকা অঞ্চল

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৬.	ডিএই'র পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৪৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতি করে মোকদ্দমার মাধ্যমে নামজারী করে নেয়ায় বন বিভাগ পক্ষভুক্ত ডিএই, বাদী হয়ে উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করা করেন (মিস কেস নং-১০৩/২০১৩, মিস কেস নং- ৭৫/২০১৫ ও মিস কেস ১১৯/২০১৫ মামলাগুলো পক্ষভুক্ত রয়েছে)। দেওয়ানী মো: নং- ২২১/২০১৪ দায়েরের কারণে মিস কেস- ১০৩/২০১৩, মিস কেস নং- ৭৫/২০১৫ ও মিস কেস নং-১১৯/২০১৫ মামলার রায় স্থগিত করা হয়েছে। মামলাটি পিএইচ (পার্ট হার্ড) ও দরখাস্ত শুনানী পর্যায়ে রয়েছে। গত ১৮/০৩/২০২০ তারিখে জালিয়াতির বিষয়ে জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে পত্র দেয়া হয়েছে। মামলায় জেলা প্রশাসকের সাথে হর্টিকালচার সেন্টারকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ২৩/১০/২০২৪। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী রেজাউল করিম রাজু, মোবাইল- ০১৭১১০৩৪৩৫২।	বিজ্ঞ পিপি'র সাথে যোগাযোগ করে শুনানীতে প্রতিনিধি উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, গাজীপুর/ নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টি: সেন্টার, পোড়াবাড়ী, গাজীপুর	ঢাকা অঞ্চল
১৭.	(ক) গাজীপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর মৌজার কৃষি বিভাগের বীজ গোদামের বেদখল হওয়া ১০ শতাংশ জমি উদ্ধারের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস বাদী হয়ে দেওয়ানী মামলা নম্বর ১৫১/২০২০ দায়ের হয়। ১ নং বিবাদী মারা যাওয়ায় আদালত তার উত্তরসূরীকে কোর্ট নোটিশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে গত ২৯/০৪/২০২৪ তারিখে ডিইএ'র পক্ষে রায় হয়। রায়ের কপি উত্তোলনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী দেওয়ান আবুল কাশেম, মোবাইল- ০১৭১১১৬৪০১০।	রায়ের কপি প্রাপ্তির (৬০ দিনের মধ্যে) পর জমি উদ্ধারের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জমির বাজারমূল্য বেশি থাকায় তা দ্রুত ঘেড়া বেড়া ও বাউন্ডারী ওয়াল দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, গাজীপুর/ ইউএও, সদর	ঢাকা অঞ্চল
১৮.	উত্তর গজারিয়া মৌজার ৪নং খতিয়ানের আর.এস ৮৩ নং দাগে ৩১ শতাংশ জমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং উক্ত জমির ভূমি উন্নয়ন কর ১৪২১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে। বর্ণিত জমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় আম-মোক্তার দাতা জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান রেকর্ড সংশোধনের জন্য বাদী হয়ে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, গাজীপুরে মামলা নং- ১৮১/২০২১ (১৫৮/২০০৯ এবং ৫৩/২০০৭ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। মামলাটি গত ০৬/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য ছিল। এজিপি আব্দুস সামাদ মোবাইল নম্বর-০১৭১৪৭৪৭৯৬৮।	আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে শুনানীতে প্রতিনিধি উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিস, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	ঢাকা অঞ্চল
১৯.	(ক) দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ৩৯ আদেশের ১/২ নিয়মে ও ১৫১ ধারা মতে ১-২ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার, কাপাসিয়া, গাজীপুর চেয়ারম্যান, চাঁদপুর ইউনিয়ন পরিষদ-কে বিবাদী করে ৩য় সহকারী জজ আদালত, গাজীপুর টিএস-১৬/২০১৪ দায়ের করেন। আদালতের আদেশের জন্য অপেক্ষমান। জমি দখলে আছে ও এখনও মামলা নিষ্পন্ন হয়নি। এড. মোঃ শাহজাহান ০১৭১১১৯০৭৮৯০। (খ) উপজেলা কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব সামসুদ্দাহার গং বাদী হয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার-কে ২৩নং বিবাদী করে যুগ্ম জেলা জজ আদালত, গাজীপুরে মামলা নম্বর-৩৮৮/২০১১ দায়ের করেন। কোর্ট পরিবর্তন হওয়ায় বাদী তদবির না করায় কোর্টে উত্থাপিত হয় নাই। মামলার অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাটি ২টি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিস, কাপাসিয়া, গাজীপুর	ঢাকা অঞ্চল
২০.	উপপরিচালকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ, এর অধিনস্থ জমির মালিকানা দাবী করে জনাব দিপাল ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত কিশোরগঞ্জ এ দে: মো: ৩৮১৬/২০১৫ দায়ের করেন। জনাব মোছা: আছিয়া ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে অন্য প্রকার মামলা ১৮৫/২০১৫ দায়ের করেন। ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, কিশোরগঞ্জ এবং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এ তল্লাশি করে মামলার বিষয়ের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি।	মামলা দুটি ব্যক্তিগত মামলা হওয়ায় রেজুলেশন এ অর্ন্তভুক্তি বাতিল করা হলো। এছাড়া ব্যক্তিগত মামলার তথ্য সংস্থার মামলার আসার বিষয়টি অনুসন্ধানপূর্বক প্রাপ্ত তথ্য লিগ্যাল শাখায় প্রেরণ করতে হবে। জমি সংক্রান্ত সকল হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ ও জমি দখলে রাখতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ	ঢাকা অঞ্চল
২১.	কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার দিলালপুর ইউপি সীডস্টোর কাম এস এএও কোয়ার্টার ৮ শতক জমি নিয়ে আবু ইউসুফ লুৎফুল বাদী দেঃ মোঃ নং-৮৩/২০০৮ (মূল মামলা নম্বর-১৬১/৯৭) দায়ের করেন। ৪নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে মামলাটি চলমান। মামলার পূর্ববর্তী শুনানীর তারিখ ২২/১০/২০২৪ খ্রিঃ। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এজিপি মায়া রাণী ভৌমিক, মোবাইল- ০১৭১১৭৮৩৭৬৮।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
২২.	কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার কলিকা প্রসাদ বীজাগার সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বিএডিসি, ভৈরব কে বিবাদী করে জনাব মো: হোসেন আলী গং বাদী হলে ভৈরব সহকারী জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং- ১৪১/২০১১ দায়ের করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি জানান, উল্লেখিত মামলার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।	কলিকা প্রসাদ বীজাগার সংক্রান্ত সকল ধরনের নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক যদি মামলাটি যদি ডিএই'র সাথে সম্পৃক্ত না থাকে তা কার্যবিবরণী থেকে নিষ্পত্তি করার জন্য পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, ভৈরব কিশোরগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অধঃস্তন
২৩.	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার ভিন্ন ভিন্ন মৌজার ২০৬.২২ শতাংশ জমির মধ্যে ডিএই'র বেদখলে রয়েছে ১০ শতাংশ। ডিএই'র দখলে রয়েছে ১৭৩.৩১ শতাংশ। জমি সংক্রান্তে ১২ টি মামলা করা হয়েছে। মামলাসমুহের শুনানী চলমান আছে। জেলা প্রশাসকের এলএ শাখা হতে যে সকল ডকুমেন্ট পাওয়া গিয়েছে তা সংগ্রহ করে মামলার নথিতে দাখিল করা হয়েছে এবং যে সকল নথি পাওয়া যায়নি তার তল্লাশির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এলএ কেসের গেজেট সংগ্রহের জন্য তল্লাশির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আদালত কর্তৃক মামলার পরবর্তী শুনানীর জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। মামলাসমূহ মোকাবেলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ১৬০০৮/১৪ এর তারিখ- ২৮/১০/২০২৪। বিএস রেকর্ড ডিএই'র নামে। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৫১৭৫/১৫, ৫১৮২/১৫, ৫১৮৩/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ১৬/০১/২০২৫। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৫১৮৪/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ২৭/০১/২০২৫। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৫১৮৫/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ১৬/০১/২০২৫। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৫১৮৭/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ২৪/১১/২০২৪। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ০৪/১১/২০২৪। • ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের মো: ৮১৮৬/১৫ এর পরবর্তী তারিখ- ১৪/১১/২০২৪। • দে:মো: ২৯/১৭ (ডিক্রিপন্ড খাস দখল) অন্যপ্রকার মামলা এর পরবর্তী তারিখ ৩০/১০/২০২৪। সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবীর নাম ও মোবাইল নং- জনাব বিজয় সংকর রায়, ০১৭১২২৯২২৮৬।	(ক) জমির ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ/কিশোরগঞ্জ এর এলএ শাখা হতে সংগ্রহ করে মামলার নথিতে দাখিল করতে হবে। (খ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল এর সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত এলএ কেসের গেজেট খুঁজে বের করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (গ) জমি সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র উত্তোলন করে দাখিল করতে হবে। (ঘ) আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিসি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ/ ইউএও, কটিয়াদি	ঢাকা অঞ্চল
২৪.	(ক) উপজেলা কৃষি অফিস, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ এর ভিন্ন ভিন্ন মৌজার ইউনিয়ন বীজগারের রেকর্ড সংশোধনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক ৫ টি রেকর্ড সংশোধন মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলোর শুনানী চলমান রয়েছে। রেকর্ড সংশোধন মামলা- ১০৪৮৪/২০১৪ এর পরবর্তী তারিখ- ১৮/১০/২০২৪খ্রি. এবং ১০৪৮০/২০১৪, ১০৪৮১/২০১৪, ১০৪৮২/২০১৪, ১০৪৮৩/২০১৪, এর পরবর্তী তারিখ- ১৯/১০/২০২৪ খ্রি.। (খ) ছয়সুতী এসএএও কোয়ার্টারের জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব শামসুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক দে: মো: ০২/২০০৫ দায়ের করা হলে কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে বাদী কর্তৃক দে: আপিল ৯৪/২০০৭ দায়ের হয়। উক্ত মামলায় বাদী পক্ষে রায় ঘোষিত হলে সরকার পক্ষে সিভিল রিভিশন দায়ের করার জন্য সলিসিটর উইংয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জমি উদ্ধারের জন্য ৩০/১১/২০২৩ আপীল করা হয়। বর্তমানে জিপি পদায়ন না হওয়ায় মামলা বিষয়ে জিপির মতামত গ্রহন ও পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। জমি দখলে আছে এবং এসএএও বসবাস করেন।	ক) রেকর্ড সংশোধন মামলা গুলো প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহকারে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শুনানীর তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে। খ) দে: আ: মামলায় রায়ের বিরুদ্ধে দ্রুত সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
২৫.	উপজেলা কৃষি অফিস, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ এর ভিন্ন ভিন্ন মৌজার ইউনিয়ন বীজগারের রেকর্ড সংশোধন জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, পাকুন্দিয়া, দশটি রেকর্ড সংশোধন মামলা ৮১২৭/২০১৫, ৮১২৭/২০১৫, ৮১২৭/২০১৫, ৮১২৭/২০১৫, ৮১২৭/২০১৫, ৮১২৮/২০১৫, ৮১২৯/২০১৫, ৮১৩০/২০১৫, ৮১৩২/২০১৫, ৮১৩৩/২০১৫, ৮১৩৫/২০১৫, ৮১৩৬/২০১৫, ৮১৩৭/২০১৫, ৮১৩৮/২০১৫ এবং ৮১৩৯/২০১৫ এর পরবর্তী তারিখ ২৪/০২/২০২৫ খ্রি.।	রেকর্ড সংশোধন মামলা গুলো প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহকারে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে শুনানীর তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে।	ইউএও, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
২৬.	উপজেলা কৃষি অফিস, নিকলী, কিশোরগঞ্জ এর অধীনস্থ ইউনিয়ন বীজগারের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার, নিকলী ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, কিশোরগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী, নিকলী, কিশোরগঞ্জ ও নির্বাহী অফিসার, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ কে বিবাদী করে দে: মো: ৮৩/২০১৬ দায়ের করেন। শেড তৈরির প্রকল্প বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে মামলার শুনানী বন্ধ আছে। উক্ত মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	ইউএও, নিকলী, কিশোরগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
২৭.	ডিএই'র মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ একর জমি মুন্সীগঞ্জ আইনজীবী সমিতি কর্তৃক মালিকানার দাবীতে মামলা দায়ের করা হলে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলার ৮ম অতিরিক্ত জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং-৩০৩/১৭ দায়ের করেন। দেওয়ানী আপীল মো: নং-৩০৩/১৭ গত ১৯/০৫/২০২২ কোর্ট পরিবর্তন হয়ে ৬ষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। আপীল মোকাদ্দমায় দেওয়ানী কোর্ট আইনের ৬নং আদেশের ১৭নং রুল মোতাবেক আইনজীবী সমিতি, মুন্সীগঞ্জের আরজি সংশোধনের দরখাস্ত ৬ষ্ঠ অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মঞ্জুর করা হলে ০৫ নং বিবাদী কৃষি মন্ত্রণালয়, সচিব মহোদয়ের পক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট সিভিল রিভিশন নং-৮০০/২০২৪ দায়ের করা হয়। সিভিল রিভিশন মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ গত ৩০/০১/২০২৪খ্রি. তারিখে দেওয়ানী আপীল মোকদ্দমার আরজি সংশোধনের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। মামলাটি গত ১২/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে মোশনের জন্য ধার্য ছিল। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ড.জমিরুল আকতার, মোবাইল- ০১৮১৮০৪৩৯৮৮।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে। দ্রুত পরবর্তী শুনানীর তারিখ নেবার চেষ্টা করতে হবে।	ইউএও, সদর, মুন্সীগঞ্জ	ঢাকা অঞ্চল
২৮.	(ক) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের লস্করদী মৌজার সীভস্টোরের ১১ শতক জমি নিয়ে দেওয়ান আব্দুল হক দেঃ মোঃ নং-২২৪/২০২২ দায়ের করেন। গজারিয়া সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, মুন্সীগঞ্জে মামলা চলমান। আদালত কর্তৃক বাদীর আর্জি মাফিক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা না-মঞ্জুর করলে বাদী মিস আপীল মোকাদ্দমা নং-১১/২০২৩ দায়ের করেন যা ০৯/০৮/২০২৩ খ্রিঃ নামঞ্জুর হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টে ৫৮২১/২০২৩ সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের করা হয় যার শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়নি। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (খ) উপজেলা কৃষি অফিস বাদী হয়ে এম.এ আজহার উচ্চ বিদ্যালয়কে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালতে জমির পরিমাণ ৮ শতাংশ হাস দখলের দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৫৫/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি আগামী ০৬/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখে ধার্য ছিল। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটি মোকাবেলা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। জমির কাগজপত্র উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।	ইউএও, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
২৯.	উপজেলা কৃষি অফিস, টঙ্গীবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ এর একটি সীড স্টোর দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক ভেঙ্গে ফেলা হলে কৃষি অফিসার বাদী হয়ে জাহাঙ্গীর খান (১), মহিবুল্লাহ (২), আঃ মালেক বেপারী (৩), হেদায়েতুল্লাহ তুলু শেখ (৪), মাসুম শেখ (৫) ও অজ্ঞাতনামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামী করে ফৌ: কা: বি: ধারা ১৪৫ অনুযায়ী জেলা জজ আদালত (এডিএম কোর্ট) এ জি.আর/সি.আর (ফৌজদারি) নম্বর- ১০৩/২০২১ সায়ের করেন। মামলা চলমান আছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, টঙ্গীবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
৩০.	উপজেলা কৃষি অফিস, লোহজং, মুন্সীগঞ্জ এর ১৯ শতাংশ জায়গার মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আব্দুল আলীম ঢালী বাদী হয়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা-৭৫/২০০৭ দায়ের করেন। মামলার সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে বাদী ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত দেওয়ানি আপিল মোকদ্দমা- ৩৪৮৬/২০১১ দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে তার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, লোহজং, মুন্সীগঞ্জ।	ঢাকা অঞ্চল
৩১.	ডিএই'র নরসিংদী জেলার মাধবদি সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে হাইকোর্ট বিভাগে এফএ নং-৫৫/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। গত ০৫/০১/২০২৩ তারিখে আদালতের মূল নথি তল্লাশি করে জানা যায় যে, ০১নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামা দাখিল করেছেন, কিন্তু ০২ থেকে ০৫নং প্রতিপক্ষের কোন ডকুমেন্ট আদালতে জমা হয়নি। এলএ কেসের ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসকের এলএ শাখা হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। মামলাটি শুনানীর সময় উক্ত ডকুমেন্টস আদালতে দাখিল করা হবে। বর্তমানে মামলাটি শুনানীর জন্য নিয়মিত কজ লিস্টে আসে। ডিএই'র পক্ষে এটর্নি জেনারেল কার্যালয় হতে সহকারী এটর্নি জেনারেল জনাব প্রহলাদ দেবনাথ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। মামলাটির বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে উপজেলা কৃষি অফিসার, নরসিংদী সদর নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। মামলাটির শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। পেশারবুক তৈরি করা হয়েছে।	এলএ কেস নং-১০৮/৬২-৬৩ এর সকল ডকুমেন্টস নিয়ে সহকারী এটর্নি জেনারেল জনাব প্রহলাদ দেবনাথ এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। সভায় পেশারবুক না আনায় তা দ্রুত পেরন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নরসিংদী, ইউএও, মাধবদি	ঢাকা অঞ্চল
৩২.	(ক) উপজেলা কৃষি অফিসার, শিবপুর, নরসিংদী-কে বিবাদী করে মোঃ মজিবুর রহমান ওরফে তারা মিয়া আপীল মামলা দেওয়ানী আপীল ৭৮/২০১২ দায়ের করেন। ২৭/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখে কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়ে মামলাটি খারিজ হয়। মামলার রায়ের কপি সংগ্রহের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এখনো রায়ের কপি পাওয়া যায়নি। (খ) আবদুল্লাহ আল শফিক ভূইয়া বাদী হয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার, শিবপুর, নরসিংদীকে বিবাদী করে বাদীর পৈত্রিক সম্পত্তি বাদীতে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, নরসিংদীতে আপিল মামলা করেছেন, মামলা নম্বর- ৩৯/২০১৪ (মূল মামলা-৩৭/২০০৯)। পরবর্তী শুনানির তারিখ পাওয়া যায়নি।	রায়ের কপি অতিসত্বর সংগ্রহ করে সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। রায় পাওয়া ১০ শতাংশ জমিতে মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর দেয়া ও গাছ লাগানোর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।	ইউএও, শিবপুর, নরসিংদী।	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতির
৩৩.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন বাদী হয়ে উপজেলা কৃষি অফিসকে বিবাদী করে রেকর্ড সংশোধন এর জন্য জজ কোর্ট, নরসিংদী বরাবর দেওয়ানী মোকদ্দমা নম্বর- ৫২৩/২০২০ সালের করেন। মামলার শুনানী ০৪/০৭/২০২৪ খ্রি: ছিল। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। শ্যামল কান্তি চক্রবর্তী, পি পি মোবাইল নম্বর- ০১৭১২১০৩২৪০।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে মামলার বিষয়ে তৎপর হতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, রায়পুর	ঢাকা অঞ্চল
৩৪.	(ক) টাংগাইল জেলার ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৪.৭৯ একর দখলে আছে। হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইলের মোট জমি = ৫.৯৯ একর বেদখলীয় জমি = ১.২০ একর (সেন্টার থেকে দূরে অবস্থিত) অবশিষ্ট জমি = ৪.৭৯ একর **বেদখলীয় জমির (১.২০ একর) এর বিবরণ:** সাবেক ১৩৯৮ দাগে জমি= ০.৭০ একর সাবেক ১৩৯৩ দাগে জমি= ০.৫০ একর মোট= ১.২০ একর **১৩৯৮ দাগের ৭০ শতাংশ জমির বিবরণ:** সেটেলমেন্ট অফিসে ৩১ ধারা মামলার রায়মূলে ৭০ শতাংশ জমি ধনবাড়ী, হর্টিকালচার সেন্টারের অনুকূলে রেকর্ড হয় নাই। এ জমি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা যোগ্য নয়, কারণ সরকার হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইলকে বন্দোবস্ত দেয়ার পূর্বেই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে উক্ত জমি বন্দোবস্ত দেয় যা আমাদের দখলে নেই এবং উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। **১৩৯৩ দাগের ৫০ শতাংশ জমির বিবরণ:** সেটেলমেন্ট অফিসে ৩১ ধারা মামলার রায়মূলে ৫০ শতাংশের মধ্যে ২৫ শতাংশ জমি সেন্টারের অনুকূলে রায় হয় কিন্তু রেকর্ড দেয়া হয় নাই বিধায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে রেকর্ডকৃত ব্যক্তিদের নামে গত ০৪/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে একটি মামলা করা হয়েছে। একই সাথে অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের রায় সাপেক্ষে ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। **বর্তমানে সেন্টারে দখলীয় জমির পরিমাণ- ৫.১৩ একর এর বিবরণ:** দখলীয় জমির মধ্যে সেন্টারের কবুলিয়তকৃত জমি এবং ধনবাড়ী কলেজের নিকট হতে মৌখিক এওয়াজ মূলে প্রাপ্ত জমিতে সেন্টারটি স্থাপিত। সেন্টারের ৫.১৩ একর জমির চারপাশে বাউন্ডারী ওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত যাতে সেন্টারের কার্যক্রম যথারীতি পরিচালিত হয়ে আসছে। **চলমান মামলাসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতির অবস্থা:** • সেন্টারের পক্ষ হতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত তিনটি মামলা চলমান। মামলা নং- ১৩৬২/২০২৩ (শুনানীর তারিখ: ১৪/০৮/২০২৪), ১৩৬৩/২০২৩ (শুনানীর তারিখ: ১৫/০৮/২০২৪) এবং ১৩৬৪/২০২৩ (শুনানীর তারিখ: ১৫/০৮/২০২৪) • ধনবাড়ী কলেজ হর্টিকালচার সেন্টারের নামে টাঙ্গাইল জজ আদালতে মা: নং- ৫৫/২০২৩ তারিখ: ২৮/০২/২০২৩ মূলে একটি মামলা করে যার সর্বশেষ শুনানীর তারিখ ছিল গত ২২/০৪/২০২৪ খ্রি.। বিবাদী তথা ধনবাড়ী,হর্টিকালচার সেন্টারের পক্ষ থেকে লিখিত জবাব কোর্টে দাখিল করা হয়েছে । পরবর্তী শুনানী আগামী ২৮/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখে ধার্য হয়। • এছাড়া ধনবাড়ী কলেজ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মা: নং- ১৫২৭/২০২৩ তারিখ: ০৫/০৬/২০২৩ মূলে একটি মামলা দায়ের করে যার শুনানীর তারিখ ধার্য হয়েছে ০৯/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে। * সেন্টার কর্তৃক দায়েরকৃত ৩টি মামলা এবং সেন্টারের বিপক্ষে ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি মামলা। মোট ৫টি মামলা চলমান আছে। মামলা সমূহ পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আইনজীবীর নাম: **মুহাম্মদ ইলিয়াছ হোসেন**, মোবাইল নং- ০১৭১৩৩০৪৪৮৬	মামলাসমূহের শুনানীতে ডিএই'র প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	উদ্যান তত্ত্ববিদ, হর্টি: সেন্টার, ধনবাড়ী, টাংগাইল	ঢাকা অঞ্চল

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৩৫.	উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে সরকারি জমি বেদখল হওয়ায় নোয়াই গং কে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, টাঙ্গাইল বরাবর টিএস মামলা নম্বর- ৯৮/২০১৮ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলাটি টাঙ্গাইল জেলার যে উপজেলা কৃষি অফিসের অধীন তা সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিধায় মামলাটি অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, টাঙ্গাইল	ঢাকা অঞ্চল
৩৬.	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পাটাধাপুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা- ২২/২০০৯ এর রায় গত ০৪/০৮/২০১৯খ্রি. তারিখে রায় প্রকাশিত হয়। মামলাটির রায় রাষ্ট্রপক্ষের বিপক্ষে মোঃ সোলায়মান খান এর পক্ষে হওয়ায় সরকার পক্ষে বাটোয়ারা আপিল- ১৪৫/১৯ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি জিপি থেকে এজিপির নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। শুনানী শেষে মামলার রায়ের তারিখ ২৪/০৯/২০২৪ খ্রিঃ ঘোষনার তারিখ থাকলেও উক্ত তারিখে মামলার রায় ঘোষনা হয়নি। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মো: আবু বকর (এজিপি), মোবাইল- ০১৯২০৯৫৬৮৭০।	মামলার নির্ধারিত তারিখে আইনজীবীর উপস্থিত নিশ্চিতসহ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, টাঙ্গাইল/ইউও, বাসাইল	ঢাকা অঞ্চল
৩৭.	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পোয়ারিয়া মৌজার ০.১১ একর জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য মোঃ দরবেশ আলী গং কৃষি বিভাগকে বিবাদী করে এলএসটি মামলা নং- ২১৮১/২০১৪ দায়ের করেন যার খতিয়ান নম্বর ১১৮ সিএস ১৩১ এসএ হাল ০৩ এবং দাগ নম্বর ১৩০৮ (পুরাতন), ১১৬০ হাল (নতুন)। মামলাটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ০১/১২/২০২৪ খ্রি.। সংশ্লিষ্ট আইনজীবী নুরুল ইসলাম, মোবাইল- ০১৮১৯৪৩১৩৮৭।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, টাঙ্গাইল/ ইউএও, দেলদুয়ার	ঢাকা অঞ্চল
৩৮.	(ক) নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ কৃষি অফিসের মুড়াপাড়া বীজাগারের জমিতে অবৈধ স্থাপনা ভাঙচুর করেছেন মর্মে গোলাপী বেগম গং বাদী হয়ে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে মানি-০১/২০১৯ মামলা দায়ের করেন। শুনানীর তারিখ ২৯/০৪/২০২৪খ্রি. পরবর্তী তারিখ ১৮/০৮/২০২৪ খ্রিঃ মামলার শুনানীতে উভয়পক্ষের উকিল অনুপস্থিত থাকায় শুনানী হয়নি এবং মামমার পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) কৃষি অফিসের বীজাগারের জমিতে গোলাপী বেগমের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে তিনি উপজেলা কৃষি অফিসার'কে হুমকি প্রদর্শন করেছেন এবং সরকারি অন্যান্য কাজে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে এবং দে: মো: নং-৩৬/২০১৯ দায়ের করেছেন। ৩০/০৪/২০২৪ খ্রি: শুনানীর পরবর্তী তারিখ ১৮/০৮/২০২৪ খ্রিঃ মামলার শুনানীতে উভয়পক্ষের উকিল অনুপস্থিত থাকায় শুনানী হয়নি এবং মামমার পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। (গ) বাদী পক্ষ রাতের অন্ধকারে সরকারী বীজাগার ভাঙ্গা, চুরি, ক্ষতি সাধনসহ সরকারী কাজে বাধা দান করেন ও জীবননাশের হুমকি প্রদান করলে ইউএও বাদী হয়ে ফৌজদারী মামলা নং- ০৫/২৮৪ দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এখনো চার্জশীট প্রদান করেননি। (ঘ) ভোলাবো ইউনিয়নের সীতস্টোর জমির পরিমান ৭ শতাংশ ভেঙ্গে ফেলায় উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিবাদী করে ফৌজদারী মামলা ৪১/৪১, ১৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ দায়ের করেন। (ঙ) উপজেলা কৃষি অফিসার, রূপগঞ্জ বাদী হয়ে বাচ্চু মিয়া, গোলাপী বেগম গংকে বিবাদী করে বীজাগার ভাঙ্গার কারণে ফৌজদারী মামলা অন্য প্রকার মামলা নম্বর-৫২৮৪/২০১৯ জেলা জজ কোর্ট আদালত, নারায়ণগঞ্জ এ দায়ের করেন। মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশীট প্রদান করেছে। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (চ) উপজেলা কৃষি অফিসার, রূপগঞ্জ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামাকে বিবাদী করে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বীজাগার ভাঙ্গার কারণে অন্য প্রকার মামলা নম্বর- ৪১৪১/২০২৩ জেলা জজ কোর্ট আদালত, নারায়ণগঞ্জ এ দায়ের করেন। চার্জশীট এর কাজ প্রক্রিয়াধীন। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। ** মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবি- মেরিনা বেগম-০১৯২১৩৬৪৯৩২।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নারায়ণগঞ্জ/ ইউএও, রূপগঞ্জ	ঢাকা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৩৯.	নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন বন্দর উপজেলার খতিয়ানভুক্ত সিএস-১৭০, এসএ-১৫৬, আরএস-২০১ এবং খতিয়ানভুক্ত সিএস ও এসএ-১৩০, আরএস-১৫৪ এর ০৭ শতাংশ জমি কৃষি অফিসের বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উক্ত জমির মালিকানা দাবি করে জনাব মোঃ সোহাগ আহাম্মেদ বাদী হয়ে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে সহকারী জজ আদালত, নারায়ণগঞ্জ-এ দেওয়ানী মোকদ্দমা-৩০৪/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি সরকার পক্ষে মোকাবেলা করার জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নারায়ণগঞ্জ/ ইউএও, বন্দর	ঢাকা অঞ্চল
৪০.	মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ১৩.৭২ একর ভূমি এলএ কেস-৪১/৫৭-৫৮ এবং এলএ কেস- ৭২/৬১৬২-৬৩ মূলে ইট ভাটা নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সরকার সড়ক ও জনপথ বিভাগের অনকূলে প্রকৃত মালিকগণকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ করেন। অধিগ্রহণকৃত জমিতে ইটভাটা নির্মাণ না হওয়ায় অব্যবহৃত থাকায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ভূমি বরাদ্দ কমিটির ১২/১০/২০১০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাস খতিয়ানভুক্ত করে রেকর্ড সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত জমির মালিকানা দাবি করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জে জনৈক করিমন বিবি দায়েরকৃত দে:মো: নং-১৬৭/২০১১ দায়ের করেন। গত ২১/০১/২০২৪খ্রি. তারিখে বাদীপক্ষের তদ্বিরের অভাবে মামলাটি সরকার পক্ষে খারিজ হয়।	মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের হয়েছে কিনা তা পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, সাটুরিয়া	ঢাকা অঞ্চল
৪১.	উপজেলা কৃষি অফিস, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ এর হরগজের সম্পত্তি উপজেলা কৃষি অফিসের দখলে আছে। উক্ত সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমাইলী ফেরৎ বন্টননামার জন্য জনাব ইব্রাহিম, পিতা- লাল চান গং বাদী হয়ে জেলা জজ আদালত সহকারী জজ আদালত, মানিকগঞ্জ এ টিএস-১১০/২০১৭ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। পরবর্তী তারিখ জানা যায় নাই।	মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, মানিকগঞ্জ/ইউ এও, সাটুরিয়া	ঢাকা অঞ্চল
৪২.	উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, মানিকগঞ্জ জমির মালিকানা দাবি করে ইজমাইলি বন্টননামা ফেরৎ এর জন্য জনাব ইব্রাহিম বাদী হয়ে ১। আসমান, ২। রুপচান, ৩। বাতাসী, ৪। জিলিমন গংকে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, মানিকগঞ্জ এ টাইটেল স্যুট ০১/২০২৪ দায়ের করেন। যেখানে কৃষি অফিসের স্বার্থ জড়িত রয়েছে। বিধায় মামলাটি কৃষি বিভাগের পক্ষে মোকাবেলা করা হচ্ছে। মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাটি সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, মানিকগঞ্জ	ঢাকা অঞ্চল
৪৩.	জনাব সামছুন নাহার পৈত্রিক সম্পত্তি দাবিতে বাদী হয়ে সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় ১নং ও উপজেলা কৃষি অফিসার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জকে ৩নং বিবাদী করে সহকারী জেলা জজ আদালত, মানিকগঞ্জ এ অন্য প্রকার মামলা নম্বর-২৩/২০০৬ দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। মামলার আইনজীবি আ: সালাম, পিপি, এডভোকেট, জজ কোর্ট, মানিকগঞ্জ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে মামলার বিষয়ে তৎপর হতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ	ঢাকা অঞ্চল
৪৪.	জনাব কাজী সাখাওয়াত হোসেন গং জমির মালিকানা দাবী করে উপজেলা কৃষি অফিস, ডিএইকে বিবাদী করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, মানিকগঞ্জ এ টিএস মামলা- ৯৯/২০১৩ দায়ের করেন। মামলাটি বিচারাধীন। পরবর্তী শুনানির তারিখ জানা যায় নাই।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, মানিকগঞ্জ সদর	ঢাকা অঞ্চল
৪৫.	(ক) ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএই'র অফিস-কাম-বাসভবন নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩৬৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি (মোট ০.৫২ একর জমি) জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডি, ডিএই, ময়মনসিংহ বেদখলীয় জমি উদ্ধারে গং দেঃ মোঃ নং- ৩৬/২০১৪ দায়ের করেন। বিবাদী: আফজাল হোসেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৩/১০/২০২৪। (খ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাওয়ায় বিবাদী: আফজাল হোসেন গং বাদী: এডি, ময়মনসিংহ দায়েরকৃত রেকর্ড সংশোধনী মামলা এলএসটি নং- ২৮৫/২০১৬ মোকাদ্দমাটি সমন জারীর জন্য রয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৯/০৫/২০২৫। মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব মো: শওকত উসমান, মোবাইল- ০১৭১২৬২৮৩৩৯।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।	এডি, ডিএই, ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ অঞ্চল

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৪৬.	(ক) জোত স্বত্ব ঘোষণার দাবী করে মফিজ উদ্দিন গং ডিএই'কে বিবাদী করে টিএস মোকাদ্দমা নং-৭০২/২০১৯ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দায়ের করেন যা বর্তমানে আদালত পরিবর্তন হয়ে মামলাটির নতুন নম্বর ৪৬৯/২৪, অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতে রয়েছে। মামলাটি জবাবের জন্য রয়েছে। ০৯/০৯/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে উপপরিচালক ময়মনসিংহ এর পক্ষে জবাব প্রদান করা হয়েছে। (খ) ময়মনসিংহ উপপরিচালকের কার্যালয়ের জমির মালিকানা সংক্রান্ত শ্রী সুবিনয় গুহ গং বাটোয়ারা মামলা নং- ১১৪/২০২২ (পুরাতন মামলা নং- ৫০৩/২০২১) মুক্তাগাছা সহকারী জজ আদালতে দায়ের করেন। মামলাটি বাদীপক্ষের ব্যর্থতার কারণে খারিজের শুনানী ১০/০৬/২০২৪খ্রি. তে খারিজ হয়েছে।	আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগপূর্বক মামলাটি মোকাবেলার ব্যবস্থা করতে হবে। বাদী পক্ষে নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা তা পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৪৭.	জনাব জসিম উদ্দিন সরকার গং উপপরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ। সচিব, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকাকে বিবাদী করে ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে অন্য প্রকার (স্বত্ব) মামলা নম্বর- ১৭৮/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি সমনজারী ও জবাব পর্যায়ে রয়েছে। এজিপি শওকত ওসমান মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১২৬২৮৩৩৯	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, সদর	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৪৮.	ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলা কৃষি অফিসের পিপি গোডাউন বেদখল সংক্রান্ত বিষয়ে জয় মোহন ঋষি গং মামলা নং-২২/২০০২ দায়ের করেন। পরবর্তীতে উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপীল মামলা নং- ০৩/২০১৭ দায়ের করা হয়। গত ১১/০৬/২০২৩ তারিখে বাদী পক্ষের অনুকূলে মামলার রায় হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন-৪১১১/২০২৩ দায়ের করা হয়। গত ১২/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে নিম্ন আদালতের রায় ১ বছরের জন্য Stay করা হয়। মামলাটি শুনানীর জন্য এখনো প্রস্তুত হয়নি।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আইনজীবীর সহিত নিয়মিত যোগাযোগ করে মামলার সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, ফুলবাড়িয়া	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৪৯.	ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর কৃষি অফিসের বোকাইনগর ইউনিয় বীজাগারের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মো: নয়ন মিয়া বাদী হয়ে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মামলা নং- ১৬/২০১৬ দায়ের করেন। গত ২৭/১১/২০২২ খ্রি. তারিখে ডিএই'র পক্ষে রায় হয়েছে। মামলার সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করা হয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা করা হয়েছে ৩১৪/২০২৩, যার পরবর্তী শুনানির তারিখ ২৫/০১/২০২৫।	মামলার যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য সার্বক্ষণিক আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, গৌরীপুর	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫০.	ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল কৃষি অফিসের বীজাগারের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আতিকুর রহমান বাদী হয়ে স্বত্ব ঘোষণা মূলক ডিক্রি প্রার্থনা ২০৭/২০১৮ মামলা দায়ের করেন। আদালত পরিবর্তন হয়ে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহ এর নতুন মামলা নম্বর ৬৮/২০২২ রুজু হয়। মামলাটি স্বাক্ষী পর্যায়ে রয়েছে। মামলাটি গত ২৯/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে ধার্য্য ছিল। স্বাক্ষী হাজির হয়নি। বাদী পক্ষে জমিটি মাপার জন্য বিজ্ঞ আদালতে আবেদন করেছেন পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। এজিপি শওকত ওসমান মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১২৬২৮৩৩৯	মামলার যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য সার্বক্ষণিক আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, ত্রিশাল	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫১.	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও কৃষি অফিসের কান্দিপাড়া মৌজার কৃষি উপকেন্দ্রের ১.৫ একর অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ৩৬৭ দাগের ৬ শতাংশ জমি বেদখল হওয়ায় সরকার পক্ষে দে: মোকদ্দমা- ৫৫/২০০০ দায়ের করা হলে গত ১৯/০৮/২০০২খ্রি. তারিখে কৃষি অফিসের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে জনাব সোহরাব উদ্দিন অন্য আপীল মামলা ২৭৭/২০০২ দায়ের করলে ২৫/০৫/২০০৬ খ্রি. তারিখে প্রার্থী পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সরকার পক্ষে সিভিল রিভিশন-৪২১১/২০০৬ রুজু করা হয়। মামলাটি গত ০৮/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের কজ লিস্টে ছিল। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, গফরগাঁও	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫২.	তারাকান্দা উপজেলা কৃষি অফিসের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব লুৎফর রহমান বাদী হয়ে কৃষি বিভাগকে ২নং বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ময়মনসিংহে এলএসটি মোকদ্দমা নং- ১৪৮৬৫/২০১৩ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ নভেম্বর এ পাওয়া যাবে।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থেকে সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, তারাকান্দা	ময়মন সিংহ অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতি
৫৩.	(ক) ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট কৃষি অফিসের বীজাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ময়মনসিংহে মামলা নং- ১০০৩১/২০১৩ এবং ১০০৮৬/২০১৩ দায়ের করা হয়। মামলায় বিজ্ঞ আদালত বিবাদী প্রাগেশ সরকারের নামে রেকর্ড সংশোধনের জন্য জেলা ডেপুটি কমিশনারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং- ৬৫৩৬/২০২২ এবং ৬৫৩৭/২০২২ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইবুন্যাল গঠন হওয়ায় গত ২৫/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে ৬৫৩৬/২০২২ মামলা এবং ০৯/০৮/২০২৩খ্রি. তারিখে ৬৫৩৭/২০২২ মামলার ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইবুন্যাল আপিল দায়ের করার জন্য রায় ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষিতে ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইবুন্যাল আপিল ৬১/২০২৪ এবং ৬২/২০২৪ দায়ের করা হয়। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৮/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে বিচারক পরিবর্তন হওয়ায় মামলা চলমান আছে। (খ) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে ডিএই'কে বিবাদী করে বিজ্ঞ হালুয়াঘাট সহকারী জজ আদালতে বাটোয়ারা মামলা নং-১১০/২০১৭ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় কৃষি বিভাগের পক্ষে ডিক্রি জারি করা হলে মিস আপীল ৪৮/২০১৮ দায়ের হয়। গত ২৫/১০/২০২৩ তারিখে না মঞ্জুর হয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়েছে। রায়ের কপি উত্তোলন প্রক্রিয়াধীন। (গ) আজগর আলী গং কৃষি বীজাগারের জমির মালিকানা দাবী করে হালুয়াঘাট সহকারী জজ আদালতে বাটোয়ার মামলা নং-৩৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটির শুনানী চলমান আছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৬/১০/২০২৪ খ্রি.। (ঘ) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম গং কৃষি বিভাগকে ১৪ নং বিবাদী করে সহকারী জজ, ময়মনসিংহে মিস জমির মালিকানা স্বত্ব দাবী করে মিস আপিল মামলা- ৪৮/২০১৮ (মূল মামলা- ১১০/২০১৭) দায়ের করেন। মামলার শুনানী ২০/০৯/২০২৩খ্রি. তারিখে ধার্য্য ছিল। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	অতি গুরুত্বের সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি আইনজীবীসহ নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলাগুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, ময়মনসিংহ/ ইউএও, হালুয়াঘাট	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫৪.	(ক) জামালপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সরকারি জমি উদ্ধার করার লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে বিবাদী করে জামালপুর সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে ১৩৬/২০১৯ দায়ের করা হয়। গত ১০/১০/২০২২ খ্রি. তারিখে বিবাদী পক্ষের অনুপস্থিতিতে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। মূলমামলা বাদীপক্ষের অনুকূলে রায় হওয়ায় পরবর্তীতে বিবাদীর ওয়ারিশ বোন নুরজাহান বেগম বাদী হয়ে ছানি মামলা নম্বর-৫৯/২০২৩ দায়ের করেন। মামলার শুনানীর তারিখ ১৩/১০/২০২৪ খ্রিঃ। (খ) জনাব মোঃ সোলায়মান তরফদার গং মোট ৭ জনকে বিবাদী করে যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, জামালপুর বরাবর টিএস আপীল মামলা- ১৮৭/২০১১ (টিএস-৩৮৭/২০০৮ হতে উদ্ভূত) মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলা গত ১৩/১০/২০১৬ খ্রিঃ এ বাদী পক্ষে আপিলে রায় (ডিক্রী) দেয়া হয়েছে।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থেকে সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। পূর্বের রায় সরকার পক্ষে থাকায় উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, জামালপুর/ইউ এও, সদর, জামালপুর	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫৫.	(ক) জনাব মোঃ ইমান আলী গং বাদী হয়ে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা কে বিবাদী করে সরকারি রেকর্ডভূক্ত জমি ব্যক্তি নামে করার জন্য মামলা সহকারী জজ আদালত, জামালপুর এ দেওয়ানী মোকদ্দমা নম্বর- ২২০/২০২৩ দায়ের করেছে। ১১/০৬/২০২৪ তারিখে জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলাটির শুনানীর তারিখ ছিল ২০/০৪/২০২৪ খ্রিঃ। আইনজীবি- খাজা নাজিম উদ্দিন, ০১৮১৯৮-৬২৭৬১ (খ) জনাব আ.স.ম. জুবায়ের গং বাদী হয়ে কৃষি বিভাগকে ১২ নং বিবাদী করে যুগ্ম ২য় জজ আদালত, জামালপুর বরাবর দেওয়ানি মোকদ্দমা- ১৬/২০২৩ দায়ের করেন। মামলার শুনানী ০৪/০৪/২০২৩ খ্রিঃ ধার্য্য ছিল। ডিসি অফিসে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে ২২/০৪/২০২৩ তারিখে আবেদন করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোনো তথ্য প্রদান করেননি। এসিল্যান্ড অফিসে খারিজ বাতিলের জন্য ২৪/০৭/২৩ তারিখে আবেদন করা হয়েছে। অদ্যাবধি তারও কোনো শুনানি হয় নি। এ কারণে জবাব দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর	ময়মন সিংহ অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৫৬.	(ক) এটিআই, শেরপুর এর মোট ৪২.১৯ একর জমির মধ্যে ২৮.৫১ একর জমির গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হওয়ার কার্যক্রম চলমান। সিএস ১১নং খতিয়ানের ১০.১২ একর জমি বাটোয়ারাক্রমে বাদীগণের ৫৬.৫ শতাংশ জমি পাওয়ার দাবী করে জনাব হাসমত আলী গং বাদী হয়ে অধ্যক্ষ এটিআই, শেরপুরকে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, শ্রীবরদী বাটোয়ারা মামলা নং-৪৮১/২০২২ (পুরাতন-৩০৪/২০০৭) দায়ের করেন। মামলাটি শুনানী পর্যায়ে রয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৩/০১/২০২৫ খ্রি.। (খ) এসএ ৫৭২ নং খতিয়ানের ১০১০ নং দাগের ৯০ শতক জমির মধ্যে ১৭ শতক জমি এটিআই, শেরপুরের নামে ভুলবশত রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবী করে জনাব মোঃ আব্দুস সালাম বাদী রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করলে গত ২১/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে বাদী সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দে:মোকদ্দমা- ২৭৪/২০২০ দায়ের করেন। জবাব দাখিলের প্রক্রিয়া চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৮/১০/২০২৪ খ্রি.। মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবী আবুল কাশেম, জিপি, মোবাইল-০১৫৫২৪৭৫৪২৯।	ক) মামলার নির্ধারিত তারিখে আইনজীবীর উপস্থিত নিশ্চিতসহ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) ১৭ শতাংশ জমি সীমানা প্রাচীরের বাইরে থাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে ও গাছ লাগাতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫৭.	কৃষি অফিস বাদী হয়ে সহকারী জজ আদালত, নেত্রকোনা বরাবর অন্যপ্রকার মামলা- ১২০১৮/২০১৯ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলার অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, নেত্রকোণা	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫৮.	জনাব মো:আব্দুল হান্নান গং বাদী হয়ে রেকর্ড সংক্রান্ত জমির পরিমাণ নিয়ে সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, উপজেলা কৃষি অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা কে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, নেত্রকোনা বরাবর অন্য প্রকার মামলা- ৭২/২০২১ দায়ের করেন। মামলা চলমান রয়েছে। অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম০১৬২১-৪১২৩৮৮। মামলার অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা	ময়মন সিংহ অঞ্চল
৫৯.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এটিআই, সিলেট এর এলএ কেসমূলে অধিগ্রহণকৃত জমির মধ্যে ১.২৮ একর জমির মালিকানা দাবি করে আব্দুল রাকিব তোতা মিয়া, পিতা- মিলান হোসেন, সাং তাওয়াল টিলা শাহপরান, সিলেট মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২৪/০৭/১৭ খ্রিঃ রীট পিটিশন- ১০৩০৫/২০১৭ দায়ের করেন। গত ০১/০৮/২০১৮ খ্রিঃ স্থগিত আদেশ জারী করা হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে সিপিএলএ- ৭৫৩/২০১৯ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি শুনানির জন্য পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী শেখ শরীফ উদ্দিন, মোবাইল- ০১৭১১৩৫২১০৮।	মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট	সিলেট অঞ্চল
৬০.	জেলা প্রশাসক, সিলেট এর এলএ কেস নং- ১০/১৯৭৫-৭৬ এর মাধ্যমে সিলেটে ডিএই'র জন্য ৩.১৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এলএ কেস-১০/১৯৭৫-৭৬ এর কোনো রেকর্ড নেই। সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ১.১৫ একর জমি ডিএই এর দখলে রয়েছে। অবশিষ্ট ২.০০ একর জমি সরকারি হাসপাতালের জন্য দখল করে নেয়া হয়েছে। উপপরিচালক, ডিএই, সিলেট কর্তৃক গত ২৯/১২/২০২০ তারিখে জমি অধিগ্রহণের গেজেট সংগ্রহের ব্যাপারে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যা এখনো সমাধান হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জমি-জমা সংক্রান্ত ৭৬তম টাস্কফোর্স সভার নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিএই'র সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্ত ডিএই'র স্মারক নং- ৮১৯, তারিখ-১১/০৩/২০২৪খ্রি. মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত বর্ণিত জমির তথ্যাদিসহ একটি সার-সংক্ষেপ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।	জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যোগাযোগপূর্বক জমি উদ্ধারে তৎপর হতে হবে।	ডিডি, সিলেট	সিলেট অঞ্চল
৬১.	জনাব দিলদার মিয়া, চনু মিয়া, মাইনু বেগম বাদী হয়ে জেলা প্রশাসক, সিলেটকে বিবাদী করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত-২, সিলেট বরাবর দেওয়ানী মোকদ্দমা নম্বর- ১০১/২০১৮ দায়ের করেন। মামলার অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, ওসমানী নগর, সিলেট	সিলেট অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৬২.	(ক) সিলেট জেলার জৈয়ন্তাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের ০৭ শতাংশ জমির মধ্যে ০৩ শতাংশ জমির মালিকানা দাবী করে জনাব সাহাব উদ্দিন গং বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালতে স্বত্ব মোকাদ্দমা নং-০৮/২০১৩ সায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলা নং-১২৩/২০১৪ দায়ের করা হয়। জমির যথাযথ রেকর্ড পত্র না থাকার কারণে প্রার্থী পক্ষে রায় বহাল থাকে। জমি সংক্রান্ত দলিলাদি/কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি বিধায় নতুন কোন পদক্ষেপ নেয়া যায়নি। (খ) তর্কিত জমির পর্চার রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব সাহাব উদ্দিন গং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে এলএসটি মোকদ্দমা নং- ১০১৮/২০২০ দায়ের করেন। মামলাটি শুনানী পর্যায় রয়েছে। ১৮/০৯/২৪ খ্রিঃ তারিখ কোর্টে নথিপত্র/রেকর্ড সংগ্রহ করার জন্য সময় চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানী ২০/০৫/২০২৫ খ্রিঃ।	এলএসটি মোকদ্দমা নং-১০১৮/২০২০ মামলার বিষয়ে তৎপর হতে হবে।	ডিডি, সিলেট/ইউএও, জৈয়ন্তাপুর	সিলেট অঞ্চল
৬৩.	(ক) উপজেলা কৃষি অফিসার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট এর জমি সংক্রান্ত জটিলতায় বিএস জরিপে ৯টি দাগে ৯১ শতাংশ জায়গা নিয়ে সহকারী জজ আদালত (ফেঞ্চুগঞ্জ), সিলেটে জনাব মইনুল ইসলাম গং ভূমি স্বত্ব দাবী করে মামলা নং-২৩/২০০৫ দায়ের করেন। জমি দখলে আছে। নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য প্রাক্কলন তৈরির প্রক্রিয়া চলমান। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৯/১০/২৪ খ্রিঃ। (খ) ৮ শতক জমি বিরোধ নিয়ে মোকদ্দমা নং-১৮০/২০১৮ দায়ের করেন। জমি দখলে আছে। নামজারি এবং রেকর্ড কৃষি বিভাগের পক্ষে রয়েছে। গত ২৭/০৫/২৪ শুনানী হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৭/১১/২০২৪ খ্রিঃ। একই জমির উপর লায়লা বেগম বাদী হয়ে স্বত্ব মামলা ১৫৯/২০১৬ দায়ের করেন যার রায় ধৃতত্তম সময়ে আসবে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। রায় পাওয়ার সাথে সাথেই দ্রুত রায়ের কপি উত্তোলনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	ডিডি, সিলেট/ইউএও ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট অঞ্চল
৬৪.	(ক) মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত জটিলতায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম কর্তৃক ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা নং- ৪৭৩/২০১৬ দায়ের হয়। উক্ত মামলায় গত ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী আপিল দায়ের করেন নি। মামলার রায়ের কপি উত্তোলন করা হয়নি। (খ) জমি সংক্রান্ত জটিলতায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস কর্তৃক ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা নং- ৬০০/১৬ দায়ের হয়। উক্ত মামলায় চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২০/১০/২০২৪ খ্রিঃ।	মামলা নং- ৬০০/১৬ বিষয়ে তৎপর থেকে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। জমি দখলে রাখতে হবে।	ডিডি, মৌলভীবাজার /ইউএও, রাজনগর	সিলেট অঞ্চল
৬৫.	উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে স্বত্ব সাব্যস্তে খাস দখল পাওয়ার ও স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রির জন্য চেয়ারম্যান কালাপুর ইউপি ও গং কে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, মৌলভীবাজার বরাবর টিএস মামলা- ১২৩/২০২১ দায়ের করেন। কালাপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সীড স্টোরের ভূমির মালিকানা দাবীসহ অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করায় এই মামলা দায়ের করা হয়। বিবাদীগন আদালতে লিখিত জবানবন্দী দাখিল করেছে। মামলার শুনানী ২১/৪/২০২৪ খ্রিঃ ছিল। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। এএসএম মাহফুজুর রহমান, এজিপি, জজ কোর্ট, মৌলভীবাজার ০১৭১১২০৫৬০০	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	সিলেট অঞ্চল
৬৬.	(ক) জনাব আলহাজ আতিকুর রহমান গং বাদী হয়ে জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসারকে বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, হবিগঞ্জ এ মামলা নম্বর- ৫৩২/২০২০ দায়ের করেন। মামলরে শুনানীর তারিখ ছিল ২২/০৫/২০২৪ খ্রিঃ। মামলা চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (খ) জনাব কানু চন্দ্র মালাকার গং বাদী হয়ে ওয়ারিশান কর্তৃক স্বত্ব দাবী তুলে জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকাকে বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, হবিগঞ্জ এ মামলা নম্বর- ৭১৭/২০২২ দায়ের করেন। মামলরে শুনানীর তারিখ ছিল ২১/০৫/২০২৪ খ্রিঃ। মামলা চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (গ) জনাব সুবোধ মালাকার গং বাদী হয়ে ওয়ারিশান কর্তৃক স্বত্ব দাবীতুলে দান করা ভূমি পুনরায় ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাকে বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, হবিগঞ্জ এ মামলা নম্বর- ৫৫০/২০১৯ দায়ের করেন। মামলরে শুনানীর তারিখ ছিল ২৩/০৫/২০২৪ খ্রিঃ। মামলা চলমান রয়েছে। মামলার পরবর্তী অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। আইনজীবি- মো: আফিল উদ্দিন-০১৭৫২৮৩৮৫৫০	মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, হবিগঞ্জ	সিলেট অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৬৭.	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার কৃষি অফিসের জমির মালিকানা দাবি করে পঙ্কজ কুমার রায় স্বত্ব মোকদ্দমা নং- ০৩/২০১২ দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাদী স্বত্ব আপীল মোকদ্দমা নং- ০৩/২০১৪ দায়ের করলে পুনরায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে বাদী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং- ১৭৯৫/২০১৯ দায়ের করেন। মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। মামলাটি কজ লিস্টে এনে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং- ৬৮, তারিখ-০২/০৫/২০২৪ খ্রি. মূলে এটর্নি জেনারের কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটি মোকাবেলা করার নিমিত্ত এটর্নি জেনারেল অফিসে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	জিডি, সুনামগঞ্জ/ইউএও, জগন্নাথপুর	সিলেট অঞ্চল
৬৮.	সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের জমি ১৩ শতাংশ সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব নুর জামাল গং বাদী হয়ে সহকারী জজ আদালত, সুনামগঞ্জে সত্ব ও উচ্ছেদ মামলা নং- ০৫/২০১১ দায়ের করলে সরকারের বিপক্ষে ২০১৮ সালে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে আপিল দায়েরের বিষয়টি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। সহিমুহুরী নকল উত্তোলন সহ অন্যান্য কাগজপত্র উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জিডি, সুনামগঞ্জ/ইউএও, জামালগঞ্জ	সিলেট অঞ্চল
৬৯.	উপজেলা কৃষি অফিস, তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ এর জমি সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব বাহার উদ্দিনসহ ০৩ (তিন) জন ব্যক্তি স্বত্ব তাহিরপুর সহকারী জজ আদালত, সুনামগঞ্জে বাটোয়ারা মামলা নং- ৩৫/২০১৯ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	জিডি, সুনামগঞ্জ/ইউএও, তাহেরপুর	সিলেট অঞ্চল
৭০.	উপজেলা কৃষি অফিস, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ এর রাণীগাঁও ইউনিয়ন বীজাগারের জমি সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব মোঃ ইউনুছ মোল্লা গং সহকারী জজ আদালত, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জে সত্ব মামলা নং-১৩/১৮ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৩/১০/২০২৪ খ্রিঃ। একই রাণীগাঁও ইউনিয়ন বীজাগার নিয়ে মোঃ মুশফিক হোসেন চৌধুরী ৭৩/২০২৩ সত্ব মামলা দায়ের করেন যার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৮/১০/২০২৪ খ্রিঃ।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	জিডি, হবিগঞ্জ/ইউএও, চুনারুঘাট	সিলেট অঞ্চল
৭১.	চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ১৩.৫৪ একর জমির মধ্যে ৭.০৪ একর জমি জামিল উদ্দিন গং এর নামে নামজারী হওয়ায় তা বাতিলের জন্য ডিএই কর্তৃক যুগ্ম-জেলা জজ ৩য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ- নং ৯৭/২০২২ (পুরাতন ৩৫০/২০২১) দায়ের করা হয়। ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে ০১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। আদালত কর্তৃক ডিএইর আওতাবহির্ভূত ০১ জন সাক্ষী উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভায় মামলাটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল সংশ্লিষ্ট বিধায় তা সংশ্লিষ্ট কোর্টে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মামলাটির সর্বশেষ শুনানীর তারিখ ছিল ২২/০৯/২০২৪খ্রি., বাদী পক্ষ হাজির ছিল। চলমান মামলাটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে স্থানান্তরিত হওয়ায় পরবর্তী কোর্ট এবং মামলার তারিখ ২৯/১০/২০২৪খ্রি.। সহকারী কমিশনার (ভূমি)অফিস হতে বিবাদীকে খাজনা দেয়ার অনুমতি দেয়ার প্রেক্ষিতে বিবাদী যেন জমির খাজনা পরিশোধ করতে না পারে সে লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি), চট্টগ্রাম বরাবর জানুয়ারি, ২০২৩ এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর এলএ শাখায় যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জমি ডিএই'র দখলে নেই। সম্পূর্ণ জমি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রি চাওয়া হয়েছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব নারায়ণ চৌধুরী, মোবাইল-০১৭১৬৩০৬২০০।	পরবর্তী শুনানীতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিবাদী যেন জমির খাজনা পরিশোধ করতে না পারে সেজন্য জেলা প্রশাসক/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সহকারী কমিশনার (ভূমি), চট্টগ্রামে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	জিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম, এমওএ, পাঁচলাইশ	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৭২.	(ক) চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী না হওয়ায় ডিএই'র দখল থাকা সত্ত্বেও বিএস জরিপ খতিয়ানে ভিন্ন ব্যক্তির নাম রয়ে যায়। বিএস জরিপ খতিয়ানে উল্লিখিত ব্যক্তি হতে অ্যাডভোকেট নূর আহম্মদ গং খরিদ করে তাদের নামে নামজারী খতিয়ান সৃজন করে। বাদী জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য দে: মো: ৩১/২০০৪ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকার পক্ষে রায় হলে বাদী কর্তৃক ১ম আপীল-২১৫/২০১২ সায়ের করেছেন। ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে সলিসিটর উইংয়ে পেপার বুক জমা দেয়া হয়েছে। মামলায় বাদীর পক্ষে ফলাফল না আসার সম্ভাবনা থাকায় বাদী আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। বাদী পক্ষে সহযোগিতার অভাবে মামলাটি কজ লিস্টে আনা সম্ভব হচ্ছে না। মামলাটি কজ লিস্টে আনার বিষয়ে ০১ জন বিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের জন্য ১১/০৩/২০২৪খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) এছাড়াও নামজারীর জন্য ডিএই'র পক্ষে যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ৮৬/২০০৮ মামলা দায়ের করা হয়। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	(ক) মামলাটি কজলিস্টে আনার জন্য উচ্চ আদালতে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জেলা জজ আদালতে চলমান মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	জিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম/ইউএও, রাউজান	চট্টগ্রাম অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৭৩.	(ক) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার খাগরিয়া ইউনিয়নের ইউনিয়ন বীজাগার ভবন সাইফুদ্দিন তালুকদার গং কর্তৃক ভেঙ্গে ফেলার কারণে গত ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে সাতকানিয়া থানায় ফৌজদারী মামলা- ০৯/১৮ দায়ের করা হয়। মামলাটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৭.০১.২০২০খ্রি. তারিখে মামলার সকল আসামীকে খালাস প্রদান করে। ২৩/০৮/২০১৭খ্রি. তারিখে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রামে অপর-২৪৫/১৭ দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন মামলা নং এখনো পাওয়া যায়নি। (খ) কাঞ্চনা কৃষি উপকেন্দ্রের মোট ১.০০ একর জায়গা রয়েছে। জমির দখল এবং কাগজ পত্র কৃষি অফিসের পক্ষে রয়েছে। তবে সিদ্দিক আহম্মদ, নুর আলম এর নিকট হতে জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে সিদ্দিক আহম্মদ ও নুর আলম এর সাথে ১২ শতক জমির বিবাদের কারণে সিদ্দিক আহম্মদ বাদি হয়ে নুর আলম ও কৃষি অফিসকে বিবাদী করে দে:মো: ৬৩৯/২০২১ (পুরাতন ৫৩৯/২০১২) দায়ের করেন। জমির দখল ও কাগজপত্র কৃষি অফিসের অনুকূলে রয়েছে। তবে চারপাশে প্রাচীর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। মামলাটির সকল সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-২৭/১০/২০২৪খ্রি.। সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবীর নাম ও মোবাইল নং- সুনীল বড়ুয়া, ০১৭১৬৭২৫২৮০।	মামলাগুলো যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য বিজ্ঞ কৌসুলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম/ইউএও, সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৭৪.	চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়ন বীজাগারটি দরজা বন্ধ করার উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সেক্রেটারী আ. ক. ম শামছুল হুদা, পিতা-আবদুল আজিজ, সাং- সোনাপাহাড়, চট্টগ্রামকে বিবাদী করে টিএস মামলা নং-৪১৭/২০২০ দায়ের করেন এবং উভয়পক্ষকে বর্তমান দখল অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ দখলে থাকার জন্য বিজ্ঞ আদালত আদেশ প্রদন করেন। ০৭ শতক জমির মধ্যে গুদাম ০২ শতক ডিএই এর দখলে বাকী ০৫ শতক স্কুলের দখলে। পরবর্তীতে মালিকানাস্বত্ব নিয়ে আপত্তি থাকায় ডিএই কর্তৃক দেওয়ানী মামলা নং-১২০/২০২০ দায়ের করা হয়। ৩১/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখে মাননীয় আদালত কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ এবং জোরারগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা নির্মিত কাজের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। পরবর্তীতে বিবাদীগণ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে ০৯/১০/২০২৩ তারিখে মিস আপিল মামলা ৪৩৫/২০২৩ জারি করেন। মামলার সর্বশেষ শুনানীর তারিখ ছিল-০৮/০৯/২০২৪খ্রি.। সংশ্লিষ্ট মামলার আইনজীবীর নাম জালাল উদ্দিন, মোবাইল ০১৭১১৪৮১২৫৭।	আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং মামলার সকল তথ্যাদি ডিএইকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম/ইউএও, মীরসরাই	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৭৫.	নোয়াখালী এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১ নং খতিয়ান হতে কলোনাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহণপূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০১/২০২১ তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৫/০২/২০২১ তারিখে সম্প্রসারণ-১ অধিশাখা হতে ডিএইকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তদন্ত টিমের সুপারিশ মোতাবেক ১৫.৬৬ একর জমি নোয়াখালীচর পূর্বশুল্কিয়া মৌজায় বরাদ্দ প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীকে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্রের অনুকূলে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পত্র দেয়া হয়। কিন্তু ইউনিয়ন ভূমি অফিস এযাবৎ কোন প্রতিবেদন দাখিল করেননি। বিমান বাহিনীর লোকজন জোরপূর্বক কৃষি বিভাগের অনেকগুলো ফলবান নারিকেল গাছ কেটে ফেলেছে। তাছাড়া তারা কৃষি বিভাগের সীমানার ভিতরে বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জমিজমা সংক্রান্ত ৭৬তম টাস্কফোর্স সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৪/২০২৪খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ-৪ শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।	কৃষি মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী	চট্টগ্রাম অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতি
৭৬.	(ক) নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড স্টোরের জন্য জমি দান করেন সিদ্দিকুর রহমান। তিনি ১৯৬১ সনে ০৯ শতক এবং ১৯৬২ সনে পুনরায় ০৯ শতক জমি ডিএই'কে দানপত্র দলিল করেন। ২য় বারের দানকৃত জমি ডিএইর'র দখলে আছে। ১ম বারের দানকৃত জমির দলিল বাতিলের জন্য দাতার ওয়ারিশগণ সহ: জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দে: আপীল-০২/২০১৮ দায়ের করা হলে গত ২৩/০৩/২০২১ তারিখে পুনরায় সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন দায়েরের জন্য গত ১৪/০২/২০২৩ তারিখে সলিসিটর উইং-এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বিজ্ঞ জিপি'র মতামতসহ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সরবরাহের জন্য গত ২১/০৩/২০২৪খ্রি. তারিখে পত্র প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের স্মারক নং-১৬১৫, তারিখ-০৩/০৬/২০২৪খ্রি. মূলে চাহিত ডকুমেন্টস কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সিভিল রিভিশন দায়েরের জন্য এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে আপিল মামলার প্রস্তুতি চলমান। (খ) মুহাপুর সীড স্টোরের জায়গা ডিএই'র নামে নাই। জমির রেকর্ড ইউনিয়ন পরিষদ এর নামে। জায়গার মালিক ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সলেনামা করে তাদের পক্ষে রায় পায়। পরবর্তীতে ডিএই কর্তৃক আপীল মামলা নং-৬০/২০১৪ দায়ের করা হয়। গত ২৫/০৩/২০২৪ তারিখের শুনানীতে ভূমি কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থাপন করা হয়। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব মো: আব্দুল মান্নান, মোবাইল-০১৭১২৬৮১৬৬৮। আগামী ৩০/১০/২০২৪খ্রি. তারিখের শুনানীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে।	(ক) আপীল দায়েরের অগ্রগতি বিষয়ে সলিসিটর উইং-এর সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। (খ) আপীল মামলা নং-৬০/২০১৪ এর শুনানীতে ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীসহ আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী/ ইউএও, কোম্পানীগঞ্জ	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৭৭.	(ক) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জনৈক দুলাল মিয়া জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটি গত ০৪/০৪/২০২২ তারিখে আদালত খারিজ করে কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের জাবেদা নকল উত্তোলন করা হয়েছে। উক্ত রায়ের বিপক্ষে সংশ্লিষ্ট বাদীগণ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল নং-৬৬/২০২২ দায়ের করেন। উক্ত মামলার শুনানীর তারিখ ছিল ১১/০৯/২০২৪খ্রি.। উক্ত তারিখে শুনানী শেষে বিজ্ঞ আদালত মামলা খারিজ করে কৃষি বিভাগে পক্ষে মামলাটি রায় প্রদান করে। উক্ত রায়ের নকল কপি উত্তোলনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। (খ) গোপালপুর ইউনিয়নে পাট সম্প্রসারণের ১০ শতক জমি বিএস জরিপে কৃষি বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে রেকর্ড হয়েছে। চূড়ান্ত খতিয়ান প্রকাশিত হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্বত্ব ঘোষনার মামলা নং-৩৫৭/১৯ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ৩০/০৭/২০২৩ খ্রি.তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত তারিখে আইনজীবী বিবাদী পক্ষের ওয়ারিশ সনদ গ্রহণ করে আদালতে প্রেরণ করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০১/১০/২০২৪খ্রি.। (গ) আমানুল্লাহপুর ইউনিয়নে কৃষি বীজাগারের জমি বিএস জরিপে কৃষি বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত না হওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের জন্য স্বত্ব ঘোষনার মামলা নং- ২৮৪/১৯ দায়ের করা হয়েছে। জমির পরিমাণ ৩০ শতাংশ। দপ্তরের সকল জমি ডিএই'র দখলে আছে। মামলাটি চলমান। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৬/১০/২০২৪খ্রি.। (ঘ) রসুলপুর মৌজার কৃষি বিভাগের দখলীয় সীড স্টোরের প্রায় ১০ শতাংশ জমির বিপক্ষে জাকের হোসেন গং গত ১৬/০৬/২০২২ খ্রি. নোয়াখালী বেগমগঞ্জ সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে স্বত্ব ঘোষনার জন্য দেওয়ানী মামলা নং- ২১১/২০২২ দায়ের করেন। দান সূত্রে উক্ত জমির মালিক কৃষি বিভাগ। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/০১/২০২৫খ্রি.। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মো: আলী শহিদ, মোবাইল- ০১৭১৬৯৫৭৬৭৯।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে মামলা পরিচালনা করাসহ মামলাগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী/ইউ এও, বেগমগঞ্জ	চট্টগ্রাম অঞ্চল

ক্রম নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৭৮.	(ক) লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র বীজগারের ০.০৮ একর জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এল.এ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে জেলা পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় বণিক সমিতির নিকট ০১টি কক্ষ ইজারা প্রদান করা হয়। নথি তল্লাশি করে প্রতিয়মান হয় যে, ১৯৮১ সালে এলএ কেসের মাধ্যমে বর্ণিত জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। মূলত জমিটি দানসূত্রে পাওয়া যায়। এ ভবনের অর্ধেকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার অফিস আছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি জানান যে, বনিক সমিতিকে উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুরের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হচ্ছে, কিন্তু কোন অগ্রগতি হচ্ছেনা। এ বিষয়ে দায়েরকৃত দে: মো: নং-৯৪/২০১৩ মামলাটি পরবর্তী শুনানীর জন্য ১৫/০১/২০২৫ নির্ধারিত রয়েছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব শ্যামল কান্তি চক্রবর্তী, জিপি, মোবাইল- ০১৭১২১০৩২৪০।	দায়েরকৃত মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হবে এবং বনিক সমিতি-কে উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষ্মীপুরকে পুনরায় পত্র দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে হবে।	ডিডি, লক্ষ্মীপুর/ইউও , সদর, লক্ষ্মীপুর।	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৭৯.	লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার ০৯ শতাংশ জমির মালিকানা দাবি করে আপুর রব সেং মোঃ নং-৮/২০১৪ দায়ের করেন। মামলা ডিএই'র পক্ষে রায় হয়। রায়ের কপি উত্তোলন করা হয়েছে। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে।	বীজাগার সংস্কারপূর্বক জমির দখল বজায় রাখতে হবে। রেজুলেশন থেকে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। রায়ের বিপক্ষে আপিল হয়েছে কিনা তা পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	উপপরিচালক, লক্ষীপুর/ইউএও, কমলনগর	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৮০.	(ক) লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা জমির মালিকানা দখল সংক্রান্ত দেওয়ানী আপিল মামলা নং-৯৪/২০০০ এবং ১২০/২০০০ কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের কপি পাওয়া যায় নি। কৃষি উপকেন্দ্র ভূমি বেদখল সংক্রান্ত স্বত্ব মামলা নং- ৩১২/২০১৬, যা হাইকোর্ট মামলা চলমান। মামলাটির পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) পাট উৎপাদন অফিস কর্তৃক ক্রয়কৃত জমির দেওয়ানী মামলা নং- ১৮০/১১ এর ডিএই'র পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের কপি আছে। এলএসটি মামলা নং-১১৯৯/২০১৪ (বর্তমান নম্বর-২৫/২০২৪) এর হাল খতিয়ান সংশোধনের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে পত্র দেয়া হয়। মামলা পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৩/১০/২০২৪ খ্রি: ধার্য্য করা হয়।	(ক) দেওয়ানী মামলা নং-৯৪/২০০০, ১২০/২০০০ এর রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা আগামী সভায় ডিএইকে অবহিত করতে হবে। (খ) মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, রায়পুর।	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৮১.	(ক) লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ২০০৬ সালে দাতার ওয়ারিশ জনাব মাজারুল ইসলাম বীজাগারটি ভেঙ্গে ফেলে মার্কেট নির্মাণ করেন এবং ২০০৭ সালে সম্পত্তি ফেরত পাওয়া জন্য কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ মামলা দায়ের করেন। ১০/০৬/২০২৩ তারিখে দেওয়ানী মামলা নং- ৫৭৮/২০০৭ (৭২১৯) কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়। বাদী পক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ৩০/২০২৩ আপিল মামলা দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৭/১০/২০২৪খ্রি.। (খ) সহকারী জজ আদালত লক্ষ্মীপুর এর ২০১০ সালের ০৭ নং দেওয়ানী মো: সহকারী জজ কর্তৃক প্রদত্ত ১০/০৯/২০১৪ এর রায় ও বিগত ১৭/০৯/২০১৪ তারিখের ডিক্রির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে অন্যান্য হেতু মূলে মনোয়ার হোসেন গং দেওয়ানী আপীল মামলা-৮৪/২০১৪ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৭/১০/২০২৪ খ্রি.। (গ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আব্দুল আজিজ গং আর এস খতিয়ান সংশোধনী মামলা-১৬০৮/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৩/১০/২০২৪ খ্রি. (ঘ) চন্ডিপুর ইউনিয়ন (ফতেহপুর) কৃষি বীজাগারের ৯শতক জমির খতিয়ান সংশোধনের জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর বাদী হলে মামলা-১২৩/২০১৭ দায়ের করেন। গত ২৩/০৫/২০২৪ তারিখের শুনানীতে বিবাদী (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)-কে নোটিশ জারি করা হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, লক্ষীপুর/ ইউএও, রামগঞ্জ।	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৮২.	লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার অর্ন্তগত চর রমিজ কৃষি বীজাগার রমিজ মৌজার এম আর আর ১৭৬ নং খতিয়ানভুক্ত ২৫১২ নং দাগে ০.০৯ একর জমি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা মূল্য কৃষি বীজাগার স্থাপনের জন্য দানপত্র দলিলমূলে পাওয়া যায়। বর্তমানে তার উত্তরাধীকারগণ মালিকানা ফেরত পাওয়ার জন্য টি.পি এ সি টি এর ১২৬ ধারায় দলিল বাতিলের জন্য ৭৮/২০১৬ মামলা করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, লক্ষীপুর/ইউএও, রামগতি, লক্ষীপুর	চট্টগ্রাম অঞ্চল

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলভিত্তিক
৮৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা, কক্সবাজার এর জমির মালিকানা দাবী করে জনাব আব্দুল জব্বার গং সহকারী জজ আদালত কক্সবাজার এর দে: মো: ১২৬/২০০৩ দায়ের করেন। ১২৬/২০০৩ মামলাটি খারিজ হয় । পরবর্তীতে বাদী হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন দায়ের করেন। মামলা নং-২০৪১/০৯। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিডি, হর্টিকালচার ঝিলংজা, কক্সবাজারের সহযোগিতা প্রয়োজন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	মামলার সকল ডকুমেন্ট হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৮৪.	উপজেলা কৃষি অফিস, উখিয়া, কক্সবাজারের রত্নাপালং ইউনিয়ন বীজাগার এর মালিকানা দাবী করে জনাব সুবেন্দু বিকাশ রায় বিজ্ঞ সহকারী জেলা জজ আদালতে দে: মো: ৭৬/২০১৪ দায়ের করেন। কক্সবাজার কোর্ট থেকে বাদীর অনুপস্থির কারণে মামলাটি খারিজ হয়েছে। যা বর্তমানে হাইকোর্টে চলমান। মামলার বর্তমান নম্বর ১৪১৩/২১ । মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। তল্লাশির মাধ্যমে হাইকোর্ট থেকে তফসিল উঠানোর চেষ্টা চলেছে। খ) হলদিয়া পালং ইউনিয়নে মোহাম্মদ ইসহাক গং বাদী হয়ে দেওয়ানী মামলা ২৯৩/২১ দায়ের করেন (মামলার পুরাতন নম্বর ২২১/১৬)। স্বত্ব ঘোষণা মামলা ০১/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখে জিপির মাধ্যমে হাজিরা দেওয়া হয়েছে। এবং দলিলাদি উত্তোলনের জন্য সময় নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৫/১১/২০২৪খ্রি.। অন্য একটি ইউনিয়ন বীজাগার এর মালিকানা দাবী করে জনাব প্যাটন আলী সহকারী জজ আদালত, কক্সবাজারে দে: মো: ৩২৮/২০০৮ দায়ের করেন। মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে। মামলার শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	ইউএও, উখিয়া, কক্সবাজার।	চট্টগ্রাম অঞ্চল
৮৫.	(ক) উপজেলার পেরাই, পৌরীপুরের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব মো: আবুল হাসেম ডিএইকে বিবাদী করে দে: মামলা নং- ১৩৮/২০১০ দায়ের করেন। মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদী পরবর্তীতে আপিল মামলা-১৮২/২০১৯ দায়ের করেন। জমি ডিএইর দখলে আছে। মামলাটি পরবর্তী শুনানীর তারিখ-২৬/১১/২০২৪খ্রি.। (খ) অপরদিকে বাদী আবুল হাসেম রেকর্ড সংশোধনের জন্য বুড়িচর সহকারী জজ আদালত মামলা নং ৮৬/২০২৪ (১০৩২/২০১১ ও ১৭৮০/২০১৫ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। জমি ডিএইর দখলে আছে। মামলাটি চলমান আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (গ) নাঙ্গলকান্দি উপজেলার পৌরসভা বাজার সংলগ্ন ৩০ শতক জমির মধ্যে ০৫ শতক জমির মালিকানা দাবি করে বিএস খতিয়ান সংশোধনের জন্য জনাব ফরিদ মিয়া ডিএইকে বিবাদী করে দেওয়ানী মামলা নং- ১৯৩/১৯ (১৫০/২০১৫ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। মামলায় সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর ০৫/০১/২০২২খ্রি. তারিখে আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাঙ্গলকান্দি প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সভায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জমি উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ১০/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে সর্বশেষ শুনানী হয়। পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব তপন বিহারী নাগ, মোবাইল-০১৮১৯৪৮৩২০৩।	(ক) মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং জমি উদ্ধারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (গ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, নাঙ্গলকান্দি	কুমিল্লা অঞ্চল
৮৬.	উপজেলা কৃষি অফিস, লালমাই, কুমিল্লা এর জমি সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব নজির আহাম্মদ গং বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত দেওয়ানী উচ্ছেদ মামলা নং মামলা-৪২/২০০৭ দায়ের করেন। মামলায় বাদী পক্ষে রায় হওয়ায় সরকার পক্ষে সানি মোকদ্দমা নং-১০২/২০১৭ দায়ের করা হয়। বিএস খতিয়ান ডিএই'র নামে। ১.৫ শতক জমি বেদখলে। উচ্ছেদ নোটিশ পাওয়ার পর দখলকারী মামলা করে অভিযান স্থগিত করেছে। সময় ক্ষেপন করার জন্য আব্দুল মতিন বাদী হয়ে সরকারকে বিবাদী করে পুনরায় ৪০৭/২০২৪ মামলা দায়ের করেন। বর্তমানে মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১০/১০/২০২৪ খ্রি.ছিল।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, লালমাই	কুমিল্লা অঞ্চল
৮৭.	কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিসের জমিতে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মোল্লা জবর দখল করে স্থাপনা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সহকারী জেলা জজ আদালত, কুমিল্লায় মোকদ্দমা নং-১৯০/০৯ দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলা নং- ৬২/২০১২ দায়ের হয়। মামলার ধরন Title Suit । বর্তমানে ভবন ডিএইর দখলে এবং খাজনা পরিশোধিত। মামলাটির পরবর্তী তারিখ-০৬/১০/২০২৪খ্রি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৮৮.	কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলা কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত দলিল বাতিল ও জমি ফেরত চেয়ে জনাব ড. আঃ রহমান ভূইয়া, পিতা: মৃত জাফর আলী ভূইয়া গং বাদী হয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-১১৮০/২০১৬ দায়ের করেন। হাইকোর্ট বিভাগে মামলার জবাব প্রদান করা হয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	নিম্ন আদালতের মামলা নম্বর এবং রায়ের বিবরণসহ পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে এবং সিভিল রিভিশন মামলাটি বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, দেবিদ্বার	কুমিল্লা অঞ্চল
৮৯.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা কৃষি অফিসের মুরাদনগর এসএএও কোয়ার্টারের জায়গা ১.৫ শতক জায়গা দাবী জনাব নাজনীন আরা, স্বামী: আলী আকবর সরকার গং কুমিল্লা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে এলএসটি-২৫৬/২০১৯ মোকদ্দমা দায়ের করেন। মামলাটি ২৬/০৫/২০২৪ তারিখে খারিজ হয়েছে। মামলার রায়ের কপির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হয়েছে কিনা তা পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, মুরাদনগর	কুমিল্লা অঞ্চল
৯০.	কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলা কৃষি অফিসের অবৈধ দখলার উচ্ছেদের জন্য জনাব নাজির আহম্মদ গং কে বিবাদী করে সরকার পক্ষে উচ্ছেদ মামলা নং ৮৮/২০১৬ সালের করা হয়। জমির পরিমাণ ১০ শতক। মামলাটি চলমান রয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা/ ইউএও, দক্ষিণ সদর	কুমিল্লা অঞ্চল
৯১.	হোমনা উপজেলা কৃষি অফিসের অধিনস্ত সরকারি স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলায় ও বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য ইউএও হোমনা বাদী হয়ে জনাব আরাফাত হোসেন কে বিবাদী করে পি. আর. মামলা নং ১০৪১/২০২০ দায়ের করেন। মামলায় সরেজমিনে তদন্ত করায় নির্দেশনার আলোকে গত ২৮/০৩/২০২২খ্রি. তারিখে সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। মামলাটি চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, হোমনা, কুমিল্লা	কুমিল্লা অঞ্চল
৯২.	ক) চাঁদপুর সদর উপজেলার ৬৪নং বিমলেরগাঁও মৌজার বিএস ৩নং খতিয়ানে ডিএই'র বীজাগার ভবন রয়েছে এবং জমিটি ডিএই'র দখলে আছে। উক্ত জমির বিপরীতে জনৈক ব্যক্তি বে:মো: ৬২/২০১৫ সালের করেন। মামলার আরজিতে আদালত কর্তৃক ভুলক্রমে ৬২/২০১৪ লেখা হয়েছে। জমি চাঁদপুর সদর উপজেলার দখলে আছে। সরকার পক্ষে মামলার দফাওয়ারী জবাব দাখিল করা হয়েছে। বাদী মামলা প্রত্যাহার করেছে। বাদী মামলা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত রায়ের কপি পাওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে। খ) ৫৮নং নাসদী মৌজার সিএস ২৪৯নং, এসএ ২৩৬নং এবং বিএস ৩৮ ও ৬৫৩নং খতিয়ানে সাবেক ৯১২ দাগে ১.৯০ একর বন্টননামার বিষয়ে জনাব মো. মানিক খাঁন গং সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, চাঁদপুর সদরে মোকদ্দমা নং-৩৮/২০১৯ দায়ের করেন। সরকার পক্ষে জবাব দাখিল করা হয়েছে।। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৮/০১/২০২৫ খ্রি.। মামলাগুলোর সংশ্লিষ্ট আইনজীবী আব্দুল রহমান, মোবাইল- ০১৭১২০০২৮২৯। গ) বালিয়া ইউনিয়নের ১০ শতাংশ জমিতে অবস্থিত বীজাগার ভাঙ্গার প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস এসএএও বালিয়া ইউনিয়ন পুলিশ ব্লক উপজেলা কৃষি অফিস চাঁদপুর সদর বাদী হয়ে আলী হায়দার খান পংকে বিবাদী করে চাঁদপুর সদর মডেল থানা ১/১৩২ মামলা দায়ের করেন। চাঁদপুর সদর মডেল থানায় মামলাটি তদন্তাধীন আছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকাসহ নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, চাঁদপুর/ইউএও, সদর	কুমিল্লা অঞ্চল
৯৩.	ক) চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার কার্যালয়, সদর ইউনিয়নের কাজিরগাঁও মৌজার সিএস ২০১ নং খতিয়ানভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১০ শতাংশ জমি বাদী পক্ষ তাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া জনাব মো. মকবুল আহমেদ বিজ্ঞ ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালত, চাঁদপুর মোকাদ্দমা ২০৬০/২০ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ-০৯/১০/২০২৪খ্রি.। খ) হাজীগঞ্জ পৌরসভার কংগাইশ মৌজার সি/এস ১২৯ নং খতিয়ান ভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৮ শতাংশ জমি জনাব মো: সাইমুন হোসেন গং তাহাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মোকাদ্দমা নং- ৩১৪/২১ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ-০৪/১১/২০২৪খ্রি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, চাঁদপুর/ইউএও, হাজীগঞ্জ	কুমিল্লা অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
৯৪.	ক) উপজেলা কৃষি অফিস, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর ১.৫ শতক জমি সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব মমুন মিয়া পং সহকারী জজ আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং-১১০/২০১৮ (পুরাতন-৩০১/২০১৫) দায়ের করেন। সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে পরবর্তীতে বাদী পক্ষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপিল নং-৬৫/২০২২ দায়ের করেন। মামলাটি পরবর্তী তারিখ-২৯/০৯/২০২৪খ্রি.। খ) উপজেলা কৃষি অফিসার, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১৫ শতক জমি বিএস খতিয়ানে জেলা প্রশাসক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নামে ১নং খাস খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়। খতিয়ান সংশোধন চেয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দেওয়ানী মোকাদ্দমা ২১৯/২০ দায়ের করা হয়। বিবাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে জেলা জজ আদালতে আপিল মামলা ১৫/২৪ দায়ের করা হয়। মামলার বাদী উপজেলা কৃষি অফিসার আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বিবাদী ডপুটি কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, আড়াইসিধা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মামলাটি চলমান আছে। মামলাটির পরবর্তী তারিখ-২৮/১০/২০২৪খ্রি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ ইউএও, আশুগঞ্জ	কুমিল্লা অঞ্চল
৯৫.	ক) উপজেলা কৃষি অফিস, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর ০৮ শতাংশ জমি সংক্রান্ত জটিলতায় জনাব জাহানারা বেগম অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় উপজেলা কৃষি অফিসারকে বিবাদী করে দেওয়ানী মামলা নং ৮৬/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটি ৩০/০৭/২০২৩ তারিখে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। ফলে বাদী ২৪/০৮/২০২৩ তারিখে হাইকোর্টে রিট মামলা ৪৯৯০/২০২৩ দায়ের করেন। এই মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুতের জন্য ওকালত নামা নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি হাইকোর্টে চলমান রয়েছে। খ) মৌজায় রূপসদী দক্ষিণ পাড়া, জেএল নং-৭০, হাল দাগনং-১৬৬৩, হাল খতিয়ান নং-২৬৪৬ এর অধীন জমির পরিমান-১০ শতক বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর নামে রেকর্ড হয়েছে। জনাব বজলু মিয়া উক্ত রেকর্ড সংশোধনের ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে মামলা নং- ১১৩৫/২০১৩ দায়ের করেন। মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন নং-১০০০৭/২০২২ দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত মামলাটির বিষয়ে হাইকোর্ট হতে ভূমি অফিসে মতামত চাওয়া হয়েছিল। ভূমি অফিস কৃষি বিভাগের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ ইউএও, বাঞ্ছারামপুর	কুমিল্লা অঞ্চল
৯৬.	ক) উপজেলা কৃষি অফিস, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর অধীন মৌজায় আজবপুর, জেএল নং-৩৩, বিএস দাগনং-৭২৯, বিএস খতিয়ান নং-০৫ জমির পরিমান-২৪ শতক বাংলাদেশ সরকারের কৃষি বিভাগের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মামলা নং-৯০৮/২০১৪ দায়ের করেন। ১৯/০২/২০২৩ কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়েছে। খ) একই বিষয়ে ২৪ শতক জমির মধ্যে ৪ শতক জমির জন্য বাদী সরাইল সিনিয়র জজ আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেওয়ানী ১৭/২০১৮ দায়ের করেন। মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে বাদী আপিল মামলা নং ১২৬/২০১৯ দায়ের করেন। বর্তমানে আপিল মামলাটি চলমান রয়েছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ ইউএও, সরাইল	কুমিল্লা অঞ্চল
৯৭.	নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি অফিসের বীজাগারকে জনাব দিলীপ কিশোর দত্ত তার নানার বৈঠক খানা বলিয়া দাবি করে মামলা দায়ের করলে কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে বাদী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা জজ আদালত দেওয়ানী আপীল ১৫০/২০১৬ করেন। গত ০৪/১০/২০২২ তারিখে মামলাটি সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে বাদী আপিল মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত পুনরায় কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় বহাল রাখেন। বাদী ৩য় দফায় ০৪/১২/২০২২ তারিখে হাইকোর্টে পুনরায় আপিল করে। হাইকোর্ট বাদী পক্ষে Stay Order প্রদান করেন।	জেলা জজ আদালতের আপিল মামলা এবং হাইকোর্ট বিভাগের মামলা নম্বর উল্লেখ করে মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ ইউএও, নাসিরনগর	কুমিল্লা অঞ্চল

ক্রম নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতি
৯৮.	অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে। এখানে ৪টি মামলা চলমান আছে। (ক) জেলা জজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে পায়েরকৃত সিপিএলএ- ২৮৭৩/২০১৯ মামলাটি Leave grant মঞ্জুর হয়েছে। ২২শতক বিভাগীয় জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করার জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। জমির দাগ নম্বর ৩১৭৫। লীভ টু আপিল দায়ের করা হয়েছে। এডভোর নিয়োগ দেয়া হয়েছে সিপিএলএ নম্বর-২৮৭৩/২০১৯। ০৯/০১/২০২২ তারিখে আদালত কর্তৃক সিপিএলএ গৃহীত হয়েছে। নতুন সিএ মামলা নম্বর ৬০/২০২২। (খ) বনরুপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট ৪৮/২০১৯ (পুরাতন ১৪৩/২০০৮)। ২৫/০৭/২০১৯ বাদী পক্ষে রায় হয়। এ প্রেক্ষিতে জারী মামলা দায়ের হয়। মামলাটির শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। (গ) অপরদিকে সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১ (পুরাতন ৫৮/২০০৫) দায়ের হয়েছে। পক্ষগণের উপস্থিতিতে রায় প্রদান করা হয়নি। ০২/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানী হয়েছিল। পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। (ঘ) একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২ দায়ের হয়। দখলকৃত জমি সীমানা প্রাচীর এর বাহিরে রয়েছে। আগামী তারিখে লিখিত যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হবে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি।	রাঙ্গামাটি অঞ্চল
৯৯.	(ক) লামা, বান্দরবান জেলার বাজেট মিয়া পিটিশন মামলা-৯৩/২০১৯ দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীপক্ষ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল নং-০৯/২০২১ দায়ের করেন। গত ১৫/০১/২০২৪ খ্রি. সরকারের পক্ষে পুনরায় রায় হলে বাদী আপিল মামলা ৩৫/২৪ (পুরাতন ১৩৬/২২) দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১০/১০/২০২৪খ্রি.। অপর মামলা-১৪/২০১৯ দায়ের করলে গত ২৯/১১/২০২০খ্রি. তারিখে সরকার পক্ষে জবাব প্রদান করা হয়। মামলাটি পরবর্তী তারিখ ৩১/১০/২০২৪। (খ) ফৌজদারী মামলা নম্বর- ২৯৪/২০১৯ দায়ের করা হলে মামলার আসামীকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মিস মামলা ১৩০/২০২১ দায়ের করে জামিন প্রার্থনা করলে আদালত দুতরফা শুনানীপূর্বক আসামী কৃষি বিভাগের জায়গার কোনরুপ হস্তক্ষেপ করবে না মর্মে আদালতে অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন এবং জামিন মঞ্জুর করেন। মামলাটি ০৭/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষী গ্রহণের দিন ধার্য্য ছিল। বর্তমানে মামলাটি বান্দরবান জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তরিত হয়। ২৬/০৫/২০২৪ তারিখে আংশিক শুনানী হয়। লামা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট না থাকায় স্বাক্ষী গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তী তারিখ ২৩/১০/২০২৪খ্রি.	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, বান্দরবান/ ইউএও, লামা	রাঙ্গামাটি অঞ্চল
১০০.	(ক) বান্দরবান জেলার বালাঘাটা হর্টিকালচার সেন্টারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণকালে ৪২৫ ও ৪২৬ নাগে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়ে জনাব সৈয়দ হোসেন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে পিটিশন নং- ৭১/২০২৩ দায়ের করেন। যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়। বাদী পুনরায় বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাসহ দখলের জন্য মামলা নম্বর ১৫৫/২০১২ দায়ের করেন। অপর মামলা নং-৮৩৪/২০১৫ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ১৫/০৬/২০২১খ্রি. হর্টি: সে: বালাঘাটা এর পক্ষে রায় ঘোষনা করেন। জমির পরিমাণ ৫৩ শতক। বর্তমানে আপিল মামলা নং-১২/২০২১ হিসাবে চলমান। আপিল মামলা নং-১২/২০২১ চলমান অবস্থায় বিজ্ঞ বিচারক লিগ্যাল এইডে মতামত নেয়ার জন্য প্রেরন করেন। মামলা লিগ্যাল এইডে লিগ্যাল এইড মামলা নং-০৯/২০২৩ হিসোবে মতামতের জন্য বর্তমানে আছে। (খ) সেন্টারের জমির মালিকানা দাবি করে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করে জনাব জ্যোতিশময় তংচঙ্গা অপর মোকাদ্দমা নম্বর ০৬/২০১৬ সালের করেন। অপর মামলা ৬/২০১৬ সাক্ষীর দিন ধার্য ছিল কিন্তু বাদী সময় প্রার্থনা করেন। উল্লেখ্য গত অর্থবছর ২০২২-২৩ এ উক্ত ২.৫ একর জমির খাজনা প্রদান করা হয়েছে। মামলাটি চলমান আছে। মামলাটি পরবর্তী তারিখ ৩০/১০/২০২৪ খ্রি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	উপপরিচালক, হর্টি., বালাঘাটা, বান্দরবান	রাঙ্গামাটি অঞ্চল

ক্রনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১০১.	রামগড় হর্টিকালচার বাগড়াছড়ি এর ৬৪.১ একর জমির মধ্যে ৩.৫৬ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনাব মংকি মগ বাদী হয়ে দে: সহকারী জজ আদালত ৫১/২০১৫ দায়ের করেন। সরকার পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে বাদী দে: আপিল ৬০/২০২১ দায়ের করেন। পুনরায় সরকার পক্ষে রায় হয়। আপিল মামলা রায়ের বিরুদ্ধে বাদী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ১৪১৪/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি কজ লিস্টে এনে শুনানীর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং ৬৮, তারিখ ০২/০৫/২০২৪ মূলে এটর্নি জেনারেল কার্যালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি জানা যায়নি।	মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	উপপরিচালক, হর্টিকালচার, রামগড়	রাঙ্গামাটি অঞ্চল
১০২.	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলার ৩১২ নং বলদিয়া মৌজার সিএস ৩০৯, আরএস ২০০, ২০১, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৪/১, ২৩৫, ২৪৪, ২৬৬, ২৬৭ ও ২৬৮ এবং এসএ ৭০, ৭১, ৭৭, ১৬৫, ২১৭, ২৭৫, ২৮৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৪৬০ ও ৬১৯ নং খতিয়ানে মোট ১.৭০ একর জমি আছে। উক্ত জমির মধ্যে ৩১ শতাংশ জমি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত। সম্প্রসারণ বিভাগের রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব আবদুস ছোবহান গং সহকারী জজ আদালত নেছারাবাদ, পিরোজপুরে মোকাদ্দমা নং- ৩৯২/১৪ দায়ের করেছেন। মোকাদ্দমাটি আদালতে বিচারাধীন। মামলার পরবর্তী তারিখ ০১/১০/২০২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, নেছারাবাদ/ ডিডি, পিরোজপুর	বরিশাল অঞ্চল
১০৩.	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলা কৃষি অফিসের ধুলিয়া বীজাগারের ২ শতক জমির উপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে জনাব মো: এনায়েত হোসেন গং বাদী হয়ে বাউফল সহকারী জজ আদালতে মোকদ্দমা-১৪/১২০ দায়ের করেন। বীজাগারের মোট জমির পরিমাণ-০.৩৩ শতক। মামলাটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে রয়েছে। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে শুনানীর পরবর্তী তারিখ- ১৪/১০/২০২৪।	অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তৎপর থেকে নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী-কে সহযোগিতা করতে হবে।	ইউএও, বাউফল/ ডিডি, পটুয়াখালী	বরিশাল অঞ্চল
১০৪.	(ক) বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আবুল ফজল গোলাম বাকি গং ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, বরিশালে দেঃ মোঃ নং- ২৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলায় বাদীগনের অনুকূলে খাস দখলের ডিক্রী দিবার প্রার্থনা করেন। মামলাটি ২০১৪ সাল থেকে চলমান থাকলেও সম্প্রতি সময়ে আদালতে তথ্য নিতে গেলে উক্ত মামলার বিষয়ে কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি মর্মে দপ্তর প্রধান জানান। (খ) জমিটি উপজেলা কৃষি অফিসের ভোগদখলে আছে এবং বি.আর.এস এ উক্ত জমিটি উপজেলা কৃষি অফিস গৌরনদীর নামে রেকর্ড হয়েছে এবং প্রতি বছর নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করা হচ্ছে।	মামলার পরবর্তী করণীয় বিষয়ে পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, গৌরনদী/ ডিডি, বরিশাল	বরিশাল অঞ্চল
১০৫.	বরিশাল জেলা বাবুগঞ্জ উপজেলার ৪২ নং মাধবপাশা মৌজার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মালিকানা দাবি করে উপজেলা কৃষি অফিস-কে বিবাদী করে জনাব বিরেন্দ্র নাথ ঘরামী সহকারী জজ আদালত, বরিশালে মোকদ্দমা নং- ৪৮/২০০৯ দায়ের করেন। মামলাটির রায় বাদীর পক্ষে ঘোষিত হয়েছে। আপিল প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	মামলাটির আপীলের বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, বাবুগঞ্জ/ ডিডি, বরিশাল	বরিশাল অঞ্চল
১০৬.	বাকেরগঞ্জ উপজেলার কৃষি বিভাগের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের বাকেরগঞ্জ পৌর সভার ৪ নং ইউনিটে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জে এল ৪৪ নং ভরপাশা মৌজার খতিয়ান নং-৪৩ দাগ নং-১২৪, ১২৫, ১০ শতক জমিতে নির্মানাধীন কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে পার্শবর্তী কতিপয় ব্যক্তিবর্গ সরকারি জমি আত্মসাতের অপচেষ্টায় জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খান গং সহকারী জজ আদালত, বাকেরগঞ্জ, বরিশালে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১০০/২০২০ দায়ের করেন। কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভবনটি কৃষি বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে। মামলাটি চলমান রয়েছে। পরবর্তী শুনানী ০৭/০১/২০২৫।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, বাকেরগঞ্জ/ ডিডি, বরিশাল	বরিশাল অঞ্চল
১০৭.	ক) ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা কৃষি অফিসের ৬ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে আঃ হক শিকদার উপজেলা কৃষি অফিসকে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালত, রাজাপুর, ঝালকাঠিতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৮২/১৪ দায়ের করেন। মামলাটি সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য রয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৫/০১/২০২৫খ্রি.। খ) গালুয়া মৌজার ২১৩৮ নং দাগের ৩০ শতাংশ জমি হতে ১৩ শতাংশ জমি বাদী দাবী করে উপজেলা কৃষি অফিসকে বিবাদী করে জনাব ফাতেমা বেগম গং ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল, ঝালকাঠিতে মোকদ্দমা নং- ৪২৯/২০১৮ দায়ের করেন। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে। জবাব দাখিলের তারিখ ০৯/১০/২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, রাজাপুর/ ডিডি, ঝালকাঠি	বরিশাল অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১০৮.	ঝালকাঠি সদর উপজেলা কৃষি অফিসের নছুল্লাবাদ ইউনিয়নের বীজাগারের জমির মালিকানা ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে জনাব আঃ কাদের বিশ্বাস গং উপজেলা কৃষি অফিসারকে বিবাদী করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, ঝালকাঠিতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ২৬৪/২০১৯ দায়ের করেন। কার্যবিধি আইনের ৩৯নং অর্ডারে রুল ও ১৪১ ধারার বিধান মোতাবেক বিবাদীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত করা হয়েছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/০১/২০২৫।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর, ঝালকাঠি/ ডিডি, ঝালকাঠি	বরিশাল অঞ্চল
১০৯.	ভোলা জেলার সদর উপজেলা কৃষি অফিসের মালিকানাধীন বিভাগীয় স্থাপনা পরিত্যক্ত হওয়ায় জমির দাতার ওয়ারিশ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জমি পুনরুদ্ধারের জন্য জেলা জজ আদালত, ভোলাতে দেওয়ানি মামলা নং ১১/২০১৮ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩০/০১/২০২৫খ্রি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর, ভোলা/ ডিডি, ভোলা	বরিশাল অঞ্চল
১১০.	উপজেলা কৃষি অফিস, দৌলতখান, ভোলার ৩৩ শতাংশ জমির মধ্যে ০৫ শতাংশ জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ করার জন্য মো: মাকছুদ খান গং-কে বিবাদী করে ডিডি, ডিএই, ভোলা সহকারী জজ আদালত, দৌলতখান, ভোলা'তে দেওয়ানী মামলা নং ৫৬/২০২২ দায়ের করেন। গত ২০/০৬/২০২২ তারিখে সরকারি সম্পত্তিতে অবৈধ স্থাপনা বন্ধের স্টে আদেশ হয় এবং ইতোমধ্যে জমির নামজারী করা হয়েছে। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে গত ২২/০৮/২০২২ তারিখে দৌলতখান সহকারী জজ আদালতে বিবাদী ভূমির ওয়ারিশসত্ত্ব পাবার জন্য মিস আপিল ২০/২২ দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/১০/২০২৪। কিন্তু বিবাদী স্টে আদেশ তোয়াক্কা না করে মার্কেট নির্মাণ করেন মর্মে দপ্তর প্রধান সভাকে জানান।	মূল মামলা এবং মিস আপিল মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, দৌলতখান/ ডিডি, ভোলা	বরিশাল অঞ্চল
১১১.	ক) জেলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলা কৃষি অফিসের জমিতে ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে এগ্রিমেন্ট বা চুক্তিপত্র করার ফলে তা বাতিল মর্মে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার কারণে জনাব মোছলে উদ্দিন জমাদ্দার কৃষি অফিসকে বিবাদী করে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত চরফ্যাসন, ভোলাতে দেওয়ানী মামলা-৩০৪/১৮ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/১০/২৪। খ) সরকারী সম্পত্তিতে ১ শতক জমিতে জোরপূর্বক গৃহ নির্মাণ করার ফলে তা উচ্ছেদ করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, চরফ্যাসন, ভোলা বাদী হয়ে জনাব নাছরিন বেগম গং-কে বিবাদী করে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত চরফ্যাসন, ভোলাতে দেওয়ানী মামলা-৬৬/১৮ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৯/১০/২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থেকে মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, চরফ্যাশন/ ডিডি, ভোলা	বরিশাল অঞ্চল
১১২.	(ক) ডিএই ফরিদপুর (পাট সম্প্রসারণ) অফিসের কাফুরা মৌজার ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় জমির অন্য প্রকার-১৩৫/২০০৫ মামলা দায়ের করলে ডিএই'কে বিবাদী করা হয়নি। পরবর্তীতে ডিএই'কে পক্ষভুক্ত করার আবেদন সংক্রান্ত সিভিল আপীল নং-১৯৬/২০১৭ (সিপিএলএ নং-১৩৬৮/২০২৪ ও দেঃ মোঃ ১৩৫/২০০৫ হতে উদ্ভূত) মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে মামলায় নিয়োজিত এডভোকেট শিরিন আফরোজ এর সহিত যোগাযোগ করা হলে জানান যে, মহামান্য আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে মামলাটির Fixing করার জন্য ২২/০৪/২০২৪খ্রি. তারিখে দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছিল। চেম্বার জজ আদালত সিভিল আপীল মামলার Fixing এ মুহূর্তে নিচ্ছেন না। (খ) কাফুরা মৌজার জমির মালিকানা সংক্রান্ত দেঃ মোঃ নং-১৩৫/২০০৫ মামলায় ডিএই পক্ষভুক্ত না থাকায় এর রায় এবং ডিক্রি বাতিল করার জন্য জেলা প্রশাসক ও উপপরিচালক, ডিএই'কে বাদি করে দেঃ মোঃ নং-১১/১৫ করা হয়। মামলায় কৃষি বিভাগের জেরা গ্রহণ চলছে। সর্বশেষ জেরা ২৮/০৫/২০২৪ সম্পন্ন হয়। মামলাটি ০২/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে ধার্য্য ছিল। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (গ) মামলার বিবাদী আলীমুদ্দিন সেক গং ইনজাংশন বাতিলের জন্য মিস আপীল কেস- ২০/২০২২ দায়ের করেন। গত ২৯/০৮/২০২৩খ্রি. তারিখে কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের কপি উত্তোলন প্রক্রিয়া চলমান। (ঘ) উজান মল্লিকপুর মৌজার জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বোয়ালমারী, ফরিদপুরে উপজেলা কৃষি অফিসার, ফরিদপুর সদর বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং-১২০/২০১৯ করেন। মামলায় সাক্ষী গ্রহণ চলমান। পরবর্তী তারিখ ০৩/১০/২০২৪। অন্য একটি জমির মালিকানা সংক্রান্তে মোছা: আনোয়ারা বেগম গং বাদী হয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৫০০/২০২১ মামলা দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৩/১০/২০২৪ খ্রি.।	সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা পরিচালনায় যত্নবান হতে হবে এবং মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য ডিডি, ফরিদপুর এবং মামলায় নিয়োজিত উকিলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর/ ইউএও, সদর, ফরিদপুর	ফরিদপুর অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১১৩.	ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলা কৃষি অফিসের ২১নং কাবিরদী মৌজার ১৮ শতাংশ জমির স্বত্ব মালিকানা ও রেকর্ড সংশোধনের জন্য বাদী খন্দকার সাব্বাম হোসেন পং সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী মামলা- ৬৯/১৬ দায়ের করেন। মামলায় সরকারের অনুকূলে রায় ঘোষিত হলে বাদী দেওয়ানী আপীল নং-৪০/২০১৮ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ২০/১১/২০২৪ খ্রি.।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি, ফরিদপুর/ ইউএও, বোয়ালমারি, ফরিদপুর	ফরিদপুর অঞ্চল
১১৪.	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসের ১নং মানিকদা ইউনিয়ন এসএএও কোয়ার্টারের জমির মালিকানা দাবি করে জনাব মো: এনামুল কবির স্বত্ব প্রচার মামলা নং-০৬/২০১৪ দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী তারিখ- ০৩/১১/২০২৪খ্রি.। জমিটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দখলে আছে এবংজরাজীর্ণ স্থাপনা রয়েছে।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ইউএও, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	ফরিদপুর অঞ্চল
১১৫.	(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএই মাদারীপুরের অধীন আঁখ শোখনাগার জমির মালিকানা দাবি করে জনাব নাসির উদ্দিন হাওলাদার দেওয়ানী মামলা নং ২২৯/২০১৪ দায়ের করেন। মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাদী আপীল করে দে: আপীল- ১৪/২০১৬ দায়ের করেন। গত ১৪/০১/২০১৮ তারিখে বাদী পক্ষে রায় ঘোষিত হলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের সিভিল রুল-৪৪০ (কন)/২০২১ দায়ের করা হয় এবং গত ১৬/৩/২০২২ খ্রি: তারিখে সরকার পক্ষে বিলম্ব মওকুফ করে মামলাটি absolute হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন মামলা- ৮৬৩/২০২৪ দায়ের রুজু হয়। জমির পরিমাণ ৩০ শতাংশ। জমি দখলে আছে। (খ) মাদারীপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসের ১৫নং বাহাদুরপুর মৌজার কালিরবাজার নামক স্থানের সীড গোডাউন এর ৯ শতাংশ জমির ২ শতাংশ জমির মালিকানা দাবী করে জনাব সুধীর কুমার গোপ ঘোষ দেওয়ানী মামলা ১৮৫/২০১০ দায়ের করেন। সহকারী জজ আদালত, মাদারীপুর উক্ত মামলার ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে জেলা প্রশাসক পং এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। উক্ত রায় বাতিলের জন্য ০৩/৭/২০১৪ তারিখে বাদি আপীল মামলা নং-১১৪/২০১৪ দায়ের করলে আপিলটি মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাদি স্থানি মামলা নং- ৬৫/২০১৭ দায়ের করার ফলে তা মঞ্জুর হলে আপিল মামলা- ১১৪/২০১৪ পুনরুজ্জীবিত হয়। মোট জমির পরিমাণ- ০৯ শতাংশ, জমি দখলে আছে। পরবর্তী শুনানী তারিখ- ২৪/১০/২০২৪ খ্রিঃ। (গ) মাদারীপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসের কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর নামক স্থানের সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবি করে জনাব হালিমন নেছা বাদী হয়ে দেওয়ানী মামলা নং-৪৪৬/২০১৯ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। জমির পরিমাণ ১০ শতাংশ, তন্মধ্যে ৪ শতাংশ বেদখল। মামলাটির জবাব দাখিল পর্যায় আছে।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর/ডিডি, মাদারীপুর।	ফরিদপুর অঞ্চল
১১৬.	(ক) মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা কৃষি অফিসের বাঁশকান্দি ইউনিয়ন সীড স্টোর জমির মালিকানা দাবি করে জনাব সাহাবুদ্দিন শিকদার দে: মো: নং-৮০৮/২০১৫ (২৮/২০০৭ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২০/১০/২০২৪। মামলাটি মোকাবেলা করার জন্য সরকার পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলাটি চলমান আছে। মামলাটি উপজেলা কৃষি অফিসার নিজে তত্ত্বাবধান করেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। (খ) অপর একটি জমির মালিকানা নিয়ে হাজী মো: হানিফ পং বাদী হয়ে দে: মো: ৪৯৭/২০১৯ দায়ের করেন। গত ০৫/০৫/২০২৪ তারিখে শুনানী হয়। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৯/০২/২০২৫।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ইউএও, শিবচর, মাদারীপুর।	ফরিদপুর অঞ্চল
১১৭.	শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসের ইউনিয়ন সীড স্টোরের জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতায় উপজেলা কৃষি অফিস আব্দুল মান্নানকে বিবাদী করে জজ আদালত শরীয়তপুরে দে: মো: ২০/২০১৪ দায়ের করেন। গত ১২/০৫/২০২৫ তারিখে মামলার রায় উপজেলা কৃষি অফিসের বিপক্ষে হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের প্রক্রিয়া চলমান।	আপিল দায়ের নিশ্চিত করে মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর।	ফরিদপুর অঞ্চল

ক্রম নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১১৮.	(ক) গোপালগঞ্জ ডিডি অফিসের ক্যাম্পাসের ৩ শতক জমির মালিকানা দাবী করে হোসনে আরা বেগম, স্বামী শেখ গোলাম সরোয়ার সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দে: মো: ১৩৪/২০০৩ নায়ের করলে প্রার্থী পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে দে: আপিল ৫৮/২০১৯ নায়ের হলে পুনরায় প্রার্থী পক্ষে রায় হয়। উল্লেখ্য যে, দে: মামলার রায় বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থী জারী মামলা ০৪/২০২০ নায়ের করেন। জারী মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। পরবর্তীতে সরকার পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন-১১০৭/২০২২ নায়ের করা হয় । মামলাটি কজ লিস্টে প্রায় আসে মর্মে সভাকে জানানো হয়। (খ) গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার পৌরসভার পাশে ২.৪২ একর জমির মালিকানা দাবি করে নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড স্বত্ব প্রচারের জন্য ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা নং-২৯৯/২০১৯ নায়ের করেন। মামলাটি চলমান আছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৩/০৩/২০২৫। (গ) গোপালগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত মানিকদহ মৌজার আর.এস ২৮৯ নং দাগের ০৫ শতাংশ ভূমির বিষয়ে বিজ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে রেকর্ড সংশোধন মামলা-৩৭/২৪ চলমান রয়েছে। মামলাটি গত ২৮/০৮/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য ছিল। একই মৌজার আর.এস ৪১২ নং দাগে ০৫ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধন মামলা-১৫৩/২৩ চলমান রয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৩/১১/২০২৪। অপর একটি জমি আর.এস ১৪২ নং খতিয়ানের ১১ শতাংশ জমি নিয়ে রেকর্ড সংশোধন মামলা- ৬৯/২৪ চলমান রয়েছে। মামলাটি ২৫/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য ছিল।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং মামলাগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর/ডিডি, গোপালগঞ্জ।	ফরিদপুর অঞ্চল
১১৯.	(ক) গোপালগঞ্জ জেলার মোকশেদপুর উপজেলা কৃষি অফিসের দিগনগর সীড স্টোরের ০৮ শতক জমির মধ্যে ০৫ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব সবুরা খাতুন সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের দে: মো: ১৯/২০২১ নায়ের করেন। মামলাটি চলমান আছে। মামলাটি পরবর্তী তারিখ-২২/১০/২০২৪খ্রি.। (খ) জলিরপাড় সীড স্টোরের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য জনাব রণ প্রসাদ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা নং-৯৩/২০১৩ নায়ের করেন। মামলাটি সরকার পক্ষে মোকাবেলা করা হচ্ছে। মামলাটি পরবর্তী তারিখ-২২/১০/২০২৪খ্রি.।	জমি-জমা রক্ষনাবেক্ষণ ও মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ইউএও, মোকশেদপুর, গোপালগঞ্জ।	ফরিদপুর অঞ্চল
১২০.	খুলনার ডিডি, ডিএই অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত হওয়ায় ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। আন্ত:মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি মিমাংসা করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের জমিজমা সংক্রান্ত ৭৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিএইর সমন্বয়ে একটি চতুর্পক্ষীয় সভা গত ০২/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার রেজুলেশন বাস্তবায়নের জন্য ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকার স্মারক নং-২৩৯৩, তারিখ- ১৫/০৮/২০২৪খ্রি. মূলে ডিডি, খুলনা বরাবর প্রেরন করা হয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, খুলনা।	খুলনা অঞ্চল
১২১.	(ক) এটিআই খুলনা এর জমির মালিকানা দাবী করে জনাব মোস্তাক শেখ বাদী হয়ে অধ্যক্ষ এটিআই-কে বিবাদী করে বাটোয়ারা মামলা নং-৩৬/২০২০ (৮৮/২০২৬ হতে উদ্ভুত) নায়ের করেন। মামলাটি ৩০/১০/২০২৪ তারিখে শুনানী আছে। একই সাথে বাদী মোস্তাক শেক বাটোয়ারা উচ্ছেদ মামলা ১২৬/২০২১ (৩৪/২০০৪ হতে উদ্ভুত) নায়ের করেন। মামলাটি ০৯/১০/২০২৪ তারিখে সাক্ষীর জন্য ধার্য্য রয়েছে। (খ) এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে জনাব শেখ আব্দুর রফিক বাটোয়ারা মামলা নং ২১৫/২০২১ (৫১/২০১৫ হতে উদ্ভুত নায়ের করেন। মামলাটির ০২/১০/২০২৪ তারিখে শুনানী রয়েছে। (গ) জনাব ইউসুফ হায়দার এটিআই এর জমির মালিকানা দাবী করে খাস দখল বুকে পাওয়ার জন্য দে:মামলা ৪৯৯/২০২১ (৪৮/২০০৬ হতে উদ্ভুত) নায়ের করেন। মামলাটির ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে শুনানী হয়েছে এবং উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ এটিআই বাদী হয়ে ইউসুফ হায়দারকে বিবাদী করে মামলা নং-৩৬/২০২৪ (৯৮৪/২০১৩ হতে উদ্ভুত) নায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৫/১১/২৪। (ঘ) এটিআই এর জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমেনা বেগম বাদী হয়ে সিএমএম-২ আদালত, খুলনায় নন-জি.আর মামলা নং-৩৯৮/২০২০ নায়ের করেন। মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান। পরবর্তী তারিখ-২৭/০১/২০২৫খ্রি.	মামলনার ছয়টির হালনাগাদ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, দৌলতপুর, খুলনা।	খুলনা অঞ্চল

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতির তথ্য
১২২.	খুলনা জেলার উপজেলা কৃষি অফিস, বটিয়াঘাটা এর অফিস সংলগ্ন ৭৩৭ নং দাগে ৬০ শতক জমির মধ্যে ২ শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব আব্দুল মোতালেব যুগ্ম জেলা জজ ৩য় আদালত, খুলনা দে: মামলা নং-১৩৫/২০১৪ দায়ের করেন। উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষে রায় হয়েছে। পরবর্তীতে বাদী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আপীল ৯৭/২০২১ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, বটিয়াঘাটা, খুলনা।	খুলনা অঞ্চল
১২৩.	(ক) সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা কৃষি অফিসের জমির মালিকানা দাবি করে মোছা: হাসিনা বেগম সহকারী জজ আদালত, তালা সাতক্ষীরায় দে: মো: নং-১৩৬/২০০২ দায়ের করেন এবং আদালত পরিবর্তন হলে অতিরিক্ত জেলা জজ, ১ম আদালত, সাতক্ষীরায় ১৪/২০০৪ মামলায় স্থানান্তরিত হয়। একপর্যায়ে বাদী মোছা: হাসিনা বেগম সিভিল রিভিশন-০৪/২০০৬ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত শুনানী অন্তে সিভিল রিভিশন মামলাটি গত ১৪/০৩/২০২৪খ্রি: তারিখ খারিজ করেন এবং মুল মামলা নং ১৪/২০০৪ (১৩৬/২০০২ হতে উদ্ভূত) বিজ্ঞ আদালত বহাল ও বলবৎ রাখেন। মামলাটি চলমান আছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) তালা কৃষি অফিসের অপর একটি জমির মালিকানা দাবি করে জনাব কোমর উদ্দিন গাজী সহকারী জজ আদালত তালা, সাতক্ষীরা দে. মো: ১৫৬/২০১৬ দায়ের করেন। গত ৩১/১০/২০২৩খ্রি. তারিখে উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাদী দে: আপিল-১৬১/২০২১ দায়ের করেন। উক্ত আপিল মামলাটির রায়ও গত ৩০/০১/২০২৪খ্রি: তারিখ উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। রায়ের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি বাদী কোন ধরণের মামলা দায়ের করেননি।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, তালা, সাতক্ষীরা।	খুলনা অঞ্চল
১২৪.	সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের ১৭২ নং মৌজার এস.এ ৬৪৮নং খতিয়ানে ১০৭১ দাগে ৫১ শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন ট্রাইব্যুনালে দে: মো: ৩০৪২/২০১২ দায়ের করেন। মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।	খুলনা অঞ্চল
১২৫.	বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার কৃষি অফিসের বারুই পাড়াই ইউনিয়ন সীড স্টোরের ২৯ শতক জমির মধ্য থেকে ১০ শতক জমি ভুলক্রমে কৃষি বিভাগের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে মর্মে মালিকানা দাবি করে জনাব নকীব মতিয়ার রহমান দে: মো: ১০৯৩/২০১৫ দায়ের করেন। গত ১৫/০৬/২২খ্রি. তারিখে বাদীর পক্ষে রায় ঘোষিত হয়।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর, বাগেরহাট	খুলনা অঞ্চল
১২৬.	(ক) যশোর জেলার শার্শা উপজেলা কৃষি অফিসের গোগা এসএইচ কোয়ার্টারের জমির মালিকানা দাবী করে গোগা মাদ্রাসার সুপার দে: মো: নং-৯০/২০০৪ দায়ের করেন। মামলায় কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় ঘোষিত হয় এবং ৮/০৯/২০২৩ জমি খাজনা পরিশোধ করা হয়। একই এসএইচ কোয়ার্টার এর জমির মালিকানা দাবি করে জনাব শিরিনা খাতুন সহকারী জজ কোর্ট, শার্শাতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৩৩/২০০৭ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান আছে। মামলাটির কোন নথিপত্র পাওয়া না যাওয়ায় পরবর্তীতে ৩০.০৫.২৪ তারিখে মামলার বিষয়ে জানার জন্য আবেদন করা হলেও কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি। (খ) বাঁক আচড়া এসএইচ কোয়ার্টারের জমির মালিকানা দাবি করে জনাব ওসমান গণি ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দে: মো: নং- ১২৮/২০১৩ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৪/১১/২০২৪খ্রি.।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, শার্শা, যশোর।	যশোর অঞ্চল
১২৭.	(ক) যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলা কৃষি অফিসের মির্জানগর এসএইচ কোয়ার্টারের জমির মালিকানা দাবি করে জনাব নূর মোহাম্মদ সরদার রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে ২২১৩/২০১৭ (১৪৫ এ ধারা মতে জরিপ রেকর্ড সংশোধনী মামলা) দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩০/০৯/২০২৪। পরবর্তীতে একই জমির নিয়ে সহকারী জজ আদালত, যশোর দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১৮৯/২০১৮ (রেকর্ড সংশোধনী) দায়ের করেন। মামলার পরবর্তী শুনানীর ও বাদীপক্ষের হাজিরার তারিখ ৩০/০৯/২০২৪। (খ) উপজেলার প্রতাপপুর মৌজার মজিদপুর ইউনিয়নের ২৩ শতক জমির মধ্যে ৩ শতক নালিশী জমি নিয়ে মালিকানা দাবি করে জনাব মো: ইব্রাহিম শেখ দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-১১৫/২০১৯ দায়ের করেন। মামলাটি পরবর্তী শুনানীর তারিখ ৩০/০৯/২০২৪।	মামলাটির বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, কেশবপুর, যশোর।	যশোর অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতি
১২৮.	যশোর জেলার সদর উপজেলার ৫৫ নং কৃষ্ণবাটি মৌজার এসএ নং ১৪৯, আরএস নং ৩৩৭, এসএ দাগ ৫৪৭, আরএ দাগ ৬২২, ৫২ শতক জমির মধ্যে ৫ শতক জমি নালিশী দাবী করে জনাব আব্দুল জব্বার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, যশোরে দে. মো. নং- ১০৯/২০১৯ দায়ের করেন। বাদী পক্ষ মামলা চালাতে ইচ্ছুক নন মর্মে বিজ্ঞ আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেন এবং মামলার পরবর্তী তারিখ- ০১/১০/২০২৪খ্রি.।	মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, যশোর সদর।	যশোর অঞ্চল
১২৯.	যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার এসএ দাগ- ৩৫৪, আরএস দাগ- ৫৭৮ এর ৫৭ শতকের মধ্যে ৫৩ শতক এবং এসএ দাগ-৬০৯, ৩৬৩ আরএস দাগ ৫৯৭ এর ৩৬ শতকের মধ্যে ১৩ শতক মোট ৬৬ শতক জমির মালিকানা দাবী করে বাদী মোঃ ফকির আহমেদ গং দে: মো: নং ৩০০/২০২২ মামলা দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিলের তারিখ ৩০/০৯/২০২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, ঝিকরগাছা, যশোর।	যশোর অঞ্চল
১৩০.	(ক) যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ঘুঘুরাইল মৌজার কৃষি অফিসের জমির মালিকানা দাবী করে জনাব মো: আশরাফ আলী ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে জরিপ রেকর্ড সংশোধনী মামলা ১৪১৫/২০১৭ দায়ের করেন। পরবর্তী মামলার শুনানীর তারিখ ১৯/০৬/২০২৫ খ্রি.। (খ) রত্নেশ্বরপুর মৌজার এসএএও কোয়ার্টারের জমির মালিকানা দাবি করে নেংগুড়া হাইস্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে জরিপ রেকর্ড সংশোধনী মামলা ৭৮৬/২০১৮ দায়ের হয়। মামলার সরকার পক্ষে জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী মামলার শুনানীর তারিখ ০৫/০১/২০২৫ খ্রি.।	মামলার দ্রুত রায় হওয়ার জন্য তৎপর থাকতে হবে এবং এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, মনিরামপুর, যশোর।	যশোর অঞ্চল
১৩১.	কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলা কৃষি অফিসের সীড ষ্টোরের ১৮ শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব আলতাফ হোসেন দেওয়ানী মোকাদ্দমা-৫৩/১৯৯৬ দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাদী ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দে: আপিল-৯৮/২০০৭ দায়ের করলে পুনরায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন মামলা নং-৯৫২/২০১০ দায়ের করেন। মামলাটি কজ লিস্টে আসেনি। এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার স্মারক নং-৬৮, তারিখ-০২/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে এটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।মামলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরন করা হয়েছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	যশোর অঞ্চল
১৩২.	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের জমিতে উত্তম চক্রবর্তী ও মন্টুক পোদ্দার নামজারি করে ঘর নির্মাণ করায় কৃষি অফিসার বাদী হয়ে দে:মোকদ্দমা- ১৮৯/২০০৩ (১৬৬/১৯৯৭ ও ১৩৮/১৯৯৫ হতে উদ্ভূত) দায়ের করেন। মামলায় প্রার্থী পক্ষে রায় হলে সরকার পক্ষে দে: আপিল ৮৮৪/২০০৭ দায়ের করা হয়। মামলাটি চলমান আছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাটির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, মিরপুর, কুষ্টিয়া।	যশোর অঞ্চল
১৩৩.	মাগুরা জেলার সদর উপজেলার কচুন্দি এসএএও কোয়ার্টারের জমি মালিকানা দাবি করে সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী মো. নং-১১৬/২০০৫ দায়ের করলে জনাব মোছা দোরেজা এর পক্ষে রায় হয়। রায়ের বিরুদ্ধে দে. আপিল নং-৭৫/২০১৬ দায়ের করা হয়। আপিল মামলা চলমান আছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৪/১০/২০২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং মামলাটির অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, সদর, মাগুরা।	যশোর অঞ্চল
১৩৪.	(ক) মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার বনগ্রাম এসএএও কোয়ার্টারের ১৭ শতক জমি মালিকানা দাবি করে জনাব শংকর কুমার বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক, বনগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃক খাস দখল মামলা নং- ৪৩/২০০৯ দায়ের হয়। মামলাটি চলমান আছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৭/১০/২৪। (খ) সহকারী জজ আদালত মহম্মদপুর, মাগুরায় ২০ শতক জমির প্রকৃত মালিকানা প্রসঙ্গে দে: নং: ৯৫/২০২৪ চলমান রয়েছে। ৫৩ শতক জমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে অন্য একটি মামলা ৯৬/২৪ চলমান।মামলা ২টির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৯/১১/২০২৪।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির মিটিংয়ে মামলার বিষয়টি উত্থাপন করতে বলা হয়। এর অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, মহাম্মদপুর, মাগুরা।	যশোর অঞ্চল
১৩৫.	(ক) চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী জেলা জজ আদালতে কটেননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। শুনানীতে বাদীপক্ষ হাজির না হওয়ায় ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে সমন জারী করা হয়েছিল। জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এসএ কেস এর সেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে। পরবর্তী শুনানির তারিখ ০২/১০/২০২৪। (খ) ভাছাড়া উপজেলার মিনাজপুর মৌজায় সাবেক পাট বিভাগীয় ০.১৬৫ একর বেদখলীয় জমি কৃষি বিভাগের নামে নামপত্তন পূর্বক হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে এবং দখল গ্রহণের জন্য ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	মামলা সমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করা এবং মামলার শুনানীর তারিখসহ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গা/ইউএও, জীবন নগর	যশোর অঞ্চল

ক্রনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৩৬.	(ক) চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর পাট সম্প্রসারণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস- ২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি গত ১১/০১/২০২২খ্রিঃ তারিখে সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। বাদী পক্ষ জেলা জজ আদালতে টিএ মামলা নং- ০৭/২০২২ দায়ের করলে পুনরায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বাদী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন-২৪৬৭/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি সরকার পক্ষে মোকাবেলা করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা হতে ২৮/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে সলিসিটর উইং বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মামলাটি এখনো কজ লিস্টে আসেনি। (খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ০৭/০৪/১৯৭৯খ্রি. তারিখের ৩৭৯৩ নং কবলা শর্তহীন, কার্যকরহীন এবং বাদীর উপর বাধ্যকর নয় মর্মে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রী চেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে প্রচার মূলক ভিত্তি মামলা ১৬/২৪ (১০৭/১৩ হতে উদ্ভূত) রুজু করেন। বাদীর স্বাক্ষ্য গ্রহণ ২২/১০/২০২৪খ্রি. তারিখে হয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি এবং একই জমি নিয়ে বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত টিএস- ২৮/১৫ মামলাটি এসডি পর্যায়ে রয়েছে এবং ২৪/০৯/২০২৪খ্রি.তারিখে শুনানী হয়েছে। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। (গ) মিসেস লতিফন নেছা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা নম্বর ১১১/২০০৪। মামলা বিবাদীর স্বাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ৩০/১০/২০২৪খ্রি.। ডিএই, সদর, চুয়াডাঙ্গা'র প্রতিনিধি জানান যে, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মামলাগুলোর রায় কৃষি অফিসের পক্ষে আসার সম্ভাবনা আছে।	মামলা সমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করা এবং মামলার শুনানীর তারিখসহ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গা/ইউএও, সদর	যশোর অঞ্চল
১৩৭.	রাজশাহী জেলাধীন পবা উপজেলার নওহাটা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশের সীমানার প্রাচীর থেকে ৫ টি সেগুন গাছ জনাব আব্দুল হাই রানীবাজার ঘোড়াবাজার রাজশাহী কর্তৃক কর্তন করা হয়। সরকার পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন-২৪৩৬/২০০৯ দায়ের করা হয়। মামলাটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। জমি বিবাদী বিক্রি করে অন্যত্র চলে গেছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	নিম্ন আদালতের মামলা নম্বরসহ মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	উপপরিচালক রাজশাহী/ ইউএও, পবা	রাজশাহী অঞ্চল
১৩৮.	রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলার বাকসিমইল ইউপি.সিড স্টোরের ১৭ শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহনপুর-কে বিবাদী করে দেওয়ানী মামলা নং-১১১/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটি পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৩/১০/২০২৪খ্রি.। উক্ত জমির ১২ শতক নিয়ে জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম জেলা জজ আদালত, রাজশাহী বাটোয়ারা মামলা নং-৫৫/২০১৩ দায়ের করেন। ৩০/০৯/২০২৪খ্রি. তারিখ জবাব দাখিল হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	ডিডি, রাজশাহী/ ইউএও, মোহনপুর	রাজশাহী অঞ্চল
১৩৯.	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বিদিরপুর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কোয়ার্টারের জমির চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা নং-৪১/২০২০ দায়ের করেন। মামলাটি কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের কপি উত্তোলন করা হয়েছে এবং জমিও ডিএই'র দখলে আছে। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী কর্তৃক আপিল দায়ের হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।	রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী কর্তৃক আপিল দায়েরের বিষয়টি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, রাজশাহী/ ইউএও, গোদাগাড়ী।	রাজশাহী অঞ্চল
১৪০.	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার মতিবুর রহমান উমা মহেশপুর এসএও কোয়ার্টারের ৮ শতক জমির মালিকানা দাবি করে তালা ভেঙ্গে দখল করেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, পত্নীতলা-কে বিবাদী করে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-২৮০/২০০৭ দায়ের করেন। ১৭/০৮/২০২৩ইং তারিখে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।	ডিডি, নওগাঁ/ ইউএও, পত্নীতলা	রাজশাহী অঞ্চল

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৪১.	(ক) শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বীজাগারের সংখ্যা ৭টি। বীজাগারগুলো ১২/০৭/১৯৬১ তারিখের রেজুলেশন অনুযায়ী সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৬৪-৬৫ সনে নির্মাণ করা হয়। উক্ত বীজাগার কোয়ার্টার বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে আর.এস রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে পৌরসভা বীজাগারটি পৌরসভার নামে। ছত্রাজিতপুর, দুর্লভপুর, দাইপুকুরিয়া চাকলা বীজগার ৩টি ব্যক্তির নামে। নয়ালাভাঙ্গা, শ্যামপুর বীজাগার ২টি জেলা প্রশাসকের নামে এবং মোবারকপুর বীজাগারটি স্বাস্থ্য বিভাগের নামে আর.এস রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। জমিগুলোর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে। (খ) পৌরসভা বীজাগারটি শিবগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের নামে আর.এস রেকর্ড হওয়ায় উক্ত বীজাগারের জমি নিয়ে সৃষ্ট বিবাদের প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথা কৃষি বিভাগের জমির মালিকানার বিষয়টি উপেক্ষা করে চাপ সৃষ্টি করে পৌরসভা মেয়র বিল্ডিংয়ে তালা দিয়ে দখল করেন এবং প্রাচীরের বাইরে পৌরসভা মার্কেট নির্মাণের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেন। নালিশী জমির উপর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভবন থাকলেও জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র নেই। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তল্লাশি করে কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। সভাপতি বিজি প্রেসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে তল্লাশি করে যথাশীঘ্র কাগজপত্র সংগ্রহের নির্দেশনা প্রদান করেন। (গ) ছত্রাজিতপুর এসএএও কোয়ার্টার মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে মজুরুল হক বাদী হয়ে শিবগঞ্জ সহকারী জজ আদালতে মামলা নং-১৫৭/২০২২ দায়ের করেন। রায় সরকারের বিপক্ষে যাওয়ায় ২১/০৫/২০২৩ খ্রি. তারিখে জেলা জজ আদালতে আপীল করা হয়েছে। আপিলে নতুন মামলা নং-৪০/২০২৩। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৪/১০/২০২৪ এবং মামলা নং-১৩৪/২০০৯ এর জমি অধিগ্রহণের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৮/০৪/২০২৪। (ঘ) তাছাড়া রেকর্ড সংশোধন মামলা নং- ১৪১/২০২১ এর রায় সরকারে বিপক্ষে যাওয়ায় ২১/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে জেলা জজ আদালতে আপিল করা হয়েছে। আপিলে নতুন মামলা নং- ৪১/২০২৩। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৪/১০/২০২৪। (ঙ) মনাকষা এসএএও কোয়ার্টারের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত দে: মো: নং- ১৩৪/২০০৯। পরবর্তী ৩০/০৯/২০২৪ তারিখ আদালত কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন এডভোকেটের মাধ্যমে উভয়পক্ষকে মীমাংসার জন্য নির্দেশনার প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বিজি প্রেসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে তল্লাশি করে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাগজপত্রাদি সংগ্রহ করতে হবে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে অগ্রগতি অবহিত করতে হবে। (খ) ছত্রাজিতপুর ও মনাকষা এসএএও কোয়ার্টারের মালিকানা সংক্রান্ত মামলার হালনাগাদ পরিস্থিতিসহ বিস্তারিত তথ্যাদি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (গ) ছত্রাজিতপুর ও মনাকষা এসএএও কোয়ার্টারের মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতে নির্ধারিত তারিখের শুনানীতে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/ইউএও, শিবগঞ্জ	রাজশাহী অঞ্চল
১৪২.	(ক) নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিভিল রিভিশন- ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই-কে পক্ষভুক্ত করা হয় নাই। পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য গত ০৫/০৭/২০২২খ্রি. তারিখে ডিএই'র পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী শিরীন আফরোজের মাধ্যমে এফিডেভিট করা হয়েছে। মামলাটি শুনানীর জন্য এখনো প্রস্তুত হয়নি। নিম্ন আদালতের রায় ইউনিয়ন পরিষদ এর অনুকূলে। (খ) ডিএই'র বীজাগারের জমির দলিল বাতিলের জন্য আলতাব উদ্দিন সিঃ সহঃ জজ আদালত, নাটোর সদরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটির স্বাক্ষী পর্যায়ে আছে। পরবর্তী তারিখ ২০/০৬/২০২৪। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মো: আসাদুল ইসলাম, মোবাইল-০১৭১১০৭০৪৭০।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, নাটোর/ইউএও, নাটোর সদর	রাজশাহী অঞ্চল
১৪৩.	(ক) নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলায় পাট চাষের জমির দলিল বাতিলের জন্য জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সরদার গং সহকারী জজ আদালত, নাটোর দেওয়ানী মামলা নং- ৪০/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় আদালত সরকার পক্ষে স্থিতাবস্থা আদেশ দেন। এ প্রেক্ষিতে বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত মিস আপীল নং- ৫৬/১৮ মামলায় বাদী পক্ষে ঘোষিত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন- ৭১৫/২০২১ দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাটি শুনানী অন্তে ০৫/১১/২০২৩খ্রি. তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। (খ) এছাড়া দে:মো: ৪০/২০১৮ মামলায় ২৩/০১/২০২৪খ্রি. তারিখে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালত ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত আদেশ দিয়েছেন। তর্কিত জমিতে বাদী পক্ষ তাদের অনুকূলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ পেয়ে সেখানে পাকা ভবন নির্মাণ করেছে। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী মো: আসাদুল ইসলাম, মোবাইল- ০১৭১১০৭০৪৭০।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও আইনজীবীসহ আদালতের নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত থেকে যথাযথভাবে মামলা মোকাবেলা করতে হবে।	ডিডি, নাটোর/ইউএও, গুরুদাসপুর	রাজশাহী অঞ্চল

ক্রনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৪৪.	(ক) নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার হিজলী দয়ারামপুর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কোয়ার্টারের দানকৃত জমি খাস জমি হওয়ায় মোছাঃ মরজান বেওয়া কর্তৃক দায়েরকৃত ২৯/২০১৪ মামলায় কৃষি অফিসকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে। জমি কৃষি অফিসের দখলে। মামলাটি ৩১/০১/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানীর জন্য ছিল। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (খ) বাগাতিপাড়া পৌরসভা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কোয়ার্টারের জমি এলএ, কেস নং-১৭৭/৬২-৬৩ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত জমির বিষয়ে মালিকানা দাবি করে শুভাশীষ গাঙ্গোপাধ্যায় দে: মোকদ্দমা নং-২৩/২০১৮ দায়ের করেন। জমিটি বেদখল রয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	জমি উদ্ধারের বিষয়ে তৎপর হতে হবে এবং মামলাগুলো অতীব গুরুত্বের সহিত মোকাবেলা করাসহ সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, বাগাতিপাড়া, নাটোর।	রাজশাহী অঞ্চল
১৪৫.	(ক) নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলা কৃষি অফিস ও ডিডি, নাটোরকে বিবাদী করে ১৬২.৫ শতাংশ জমির সত্ত্ব দাবি করে ইফতেখার গং দে: মো: নং ১৫১/২০১৬ দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২৯/০৮/২০২৪খ্রি.। জমি ডিএই'র দখলে আছে। (খ) আর.এস. খতিয়ান নং-৫৮১তে মোট ৪৯ শতক জমির মালিকানা দাবী করে আল আমিন, উপজেলা কৃষি অফিসার ও অন্যান্যকে বিবাদী করে বাটোয়ারী ডিক্রি মামলা ২৫৩/২০২২ দায়ের করেন। মামলটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০৭/০৭/২০২৪খি.।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং মামলাটির অগ্রগতি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	ইউএও, বড়াইগ্রাম, নাটোর।	রাজশাহী অঞ্চল
১৪৬.	(ক) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলা কৃষি অফিসকে বিবাদী করে চাঁদপুর এসএএও কোয়ার্টার জমির মালিকানা দাবি করে মো: আব্দুস সোবাহান লালপুর সহকারী জজ আদালতে দে: মা: ১৮৮/২০১৩ দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ পাওয়া যায়নি। (খ) চিলমারিয়া, নাগশষা জমির মালিকানা দাবি করে জনাব গোলাম রসুল ১৬০/২০১৭, ১৬১/২০১৯ এবং ১৬২/২০১৯ দায়ের করেন। মামলাগুলো চলমান রয়েছে। মামলা নং-১৬১/২০১৯ এর পরবর্তী শুনানির তারিখ- ০৩/১১/২০২৪।	(ক) মামলাগুলোর বর্ণনাসহ সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে। (খ) মামলাগুলোর বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে হবে।	ইউএও, লালপুর, নাটোর।	রাজশাহী অঞ্চল
১৪৭.	(ক) বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস-১২১৬ নং দাগের ২১.৭৫ শতক ও ১২১০ নং দাগের ৫.২৫ শতক জমির মালিকানার বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল-৭০ (কন)/২০১৭ এবং সিপি নং-৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। মামলা দুটি কজ লিস্টে আসেনি। কজ লিস্টে আনার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। সরকার পক্ষে রায়ের কপি মামলার নথিতে সামিল করা হয়েছে। (খ) ১২১৬ এবং ১২১০ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে জেলা জজ আদালতে দে: মো:-১৮৪/২০১৪ এবং ১৩৮/২০১৮ মামলা দায়ের করা হয়। দে: মো:-১৮৪/২০১৪ মামলাটি সমন ফেরত সাপেক্ষে আদালতে খারিজ হয়েছে। এছাড়া ১৩৮/২০১৮ মামলাটি সাক্ষী পর্যায়ে রয়েছে। ডিএই'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৬/০৩/২০২৩ তারিখে মামলাটির শুনানীতে আদালত কর্তৃক আরজি সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ সিএ ৮৮/২০১১ ও ৮৯/২০১১ আদালতে দাখিল করায় মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আরজি সংশোধনপূর্বক ঘোষণামূলক মামলার পরিবর্তে ৩য় যুগ্ম দায়রা জজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা- ০১/২০২৪ রুজু করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ-১১/০২/২০২৫। মামলার সংশ্লিষ্ট আইনজীবী জনাব রেজানুর ইসলাম খান (রেজা), (মোবাইল ০১৭১১৬৫১৫৮৭)। (গ) ডিএই'র জমির বিপরীতে ব্যাংক থেকে ২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করার কারণে অর্থ ঋণ আদালত-২, ঢাকায় জমির সত্ত্ব দাবী করে আয়রুল ইসলাম-কে বিবাদী করে ২২৪/২০২৩ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে বিবাদী না করলেও উদ্ভুত জটিলতা নিরসন কল্পে ডিএই'কে পক্ষভুক্তির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে ০২/০৬/২০২৪খ্রি. তারিখে আদালতে নথি জমা দেয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ-১৪/১০/২০২৪খ্রি.।	(ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে নিজস্ব আইনজীবীর মাধ্যমে কোর্টে সিভিল রুল-৭০ (কন)/২০১৭ এবং সিপি নং-৩৫৪/২০১৭ মামলা দুটি দ্রুত কজলিস্টে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। (খ) আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে মামলার তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া	বগুড়া অঞ্চল

√

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অধঃস্তন
১৪৮.	বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরে পাবার নিমিত্ত ডিডি, ডিএই, বগুড়া কর্তৃক সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া-তে বে: মো: নং-১৮৯/২০১৮ (৪০৬/১২ হতে উদ্ভূত) দায়ের করা হয়। গত ১৪/০৩/২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "(ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়াকে প্রকৃত মালিকানা অনুযায়ী জমি বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে; (খ) আন্তঃমন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া বরাবর জমির মালিকানা হস্তান্তর বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে; (গ) জমি অধিগ্রহণপূর্বক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়াকে অন্যত্র স্থানান্তর করা যেতে পারে। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি উক্ত সমাধান সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।" কৃষি মন্ত্রণালয়ের জমিজমা সংক্রান্ত ৭৫তম টাস্কফোর্স সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের পূর্বে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিএইর সমন্বয়ে একটি চতুর্পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে ২৭/১২/২০২৩খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **দেঃ মোঃ নং- ১৮৯/২০১৮ মামলাটি গত ১৫/০৮/২০২২ তারিখে স্বাক্ষীর জন্য নির্ধারিত ছিল। রেজুলেশন সদয় স্বাক্ষর পূর্বক আন্তমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার কারণে Stay আবেদন দেয়া হয়েছে। ফলে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ স্থগিত আছে।	বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরে পাবার নিমিত্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ডিএইর সমন্বয়ে একটি চতুর্পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া	বগুড়া অঞ্চল
১৪৯.	(ক) হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া এর ৪.০০ একর জমিতে সীমানা প্রাচীরসহ ডিএই'র দখলে রয়েছে। উক্ত সম্পত্তির পাশের স্থানীয় হাট বাজারের ৪.৮৫ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আইয়ুবুর রহমান গং ২৭ জন ব্যক্তি বাদী হয়ে জেলা প্রশাসক, বগুড়া'কে বিবাদী করে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, বগুড়ায় অন্য প্রকার মোকদ্দমা-৬৬/১৯৯৯ দায়ের করেন। মামলায় ০২/০৭/২০১৪খ্রি. তারিখে বাদী পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে আপিল মামলা দায়ের করা হয়েছে। (খ) তর্কিত সম্পত্তির সাথেই হর্টিকালচার সেন্টারের ৪টি দাগে (দাগ নং-৩০, ৩৩, ৫৩, ৭১) ৬১টি শতাংশ জমি রয়েছে। কিন্তু মামলায় ডিএই'কে পক্ষভূক্ত করা হয়নি। যার কারণে ডিএই'র পক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১ম আপীল নং-২৫৫/১৫ দায়ের করা হয়। মামলাটি গত ১৩/০৯/২০১৫খ্রি. তারিখে লয়াজিমা কোর্টে ধার্য্য ছিল। উক্ত তারিখে লয়াজিমা আদালত অন্য প্রকার মোকদ্দমা-৬৬/১৯৯৯ মামলার নথি পত্র চেয়ে নিম্ন আদালতে নোটিশ জারি করেন। কিন্তু নিম্ন আদালতের নথি পত্র জমা না হওয়ায় অদ্যাবধি পেপার বুক তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ২৭ জন বিবাদীর মধ্যে ০৯ জন বিবাদী ওকালতনামা দাখিল করেছেন। অন্য বিবাদীরা এখনও ওকালতনামা দাখিল করেননি। ১ম আপীল মামলাটি কজ লিস্টে এনে একতরফা শুনানীর জন্য অত্র দপ্তরের ১১/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখের ১০২ নং স্মারকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া জানান যে, এ বিষয়ে তাঁর দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	মামলাটি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এক তরফা শুনানীর বিষয়ে পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, হার্টিকালচার, বগুড়া	বগুড়া অঞ্চল
১৫০.	(ক) বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার বড়খলুয়া মৌজায় ইউনিয়ন বীজাগার ভবনের ৮ শতাংশ জমির মূল দাতার ওয়ারিশগণ তর্কিত সম্পত্তির বিষয়ে দান পত্র অস্বীকার করায় জেলা জজ আদালতে ৩৩/১৯৯৫ (সহ: জজ আদালত) মামলা দায়ের হলে প্রার্থী পক্ষে আদেশ হয়। পরবর্তীতে সরকার পক্ষ দেওয়ানী আপীল ১৯/১৯৯৭ দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। অতঃপর প্রার্থী পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন ৪৪০৫/১৯৯৮ দায়ের করলে গত ২৪/০৭/২০১৪ তারিখে প্রার্থী পক্ষে আদেশ হয়। উক্ত মামলার বিষয়ে সরকার পক্ষ অবগত ছিল না। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে সিপিএলএ-২১৭৬/২০২০ দায়ের করা হয়। (খ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল ৯৫৫/২০১৫ মামলাটি বগুড়ার সহকারী জজ আদালতে, বগুড়ায় গত ১৩/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখের শুনানীতে আদেশ নং-২৬ মোতাবেক বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপীল বিভাগের সিভিল পিটিশন ফর লিপ টু আপিল নং-২১৭৬/২০২০ মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অত্র ট্রাইবুনাল (৯৫৫/১৫ ল্যান্ড) মোকদ্দমার সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।	সিপিএলএ- ২১৭৬/২০২০ মামলাটি কজ লিস্টে এনে শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া/ইউএও, সোনাতলা	বগুড়া অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অগ্রগতি
১৫১.	বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িয়াদহ ইউনিয়ন সীড স্টোরের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বাদী অবৈধভাবে দখল করে। অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য নোটিশ প্রাপ্তির পর বাদী কর্তৃক ১৪৮/৯৬, ১২৬/২০০০, ১৬৭/২০০৮ মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সরকার পক্ষে রায় হওয়ার বাদী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক দেঃ জঃ মাঃ ১৫২/২০১৪ সালের করেন। মামলাটি এসডি পর্যায়ে আছে। মামলাটি গত ২০/০৮/২০২৩খ্রি. তারিখে ধার্য্য ছিল। বাদীপক্ষ কোর্ট পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলাটির অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে এবং মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি,বগুড়া/ ইউএও, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	বগুড়া অঞ্চল
১৫২.	(ক) বগুড়া জেলার শাহজাহানপুর উপজেলার আড়িয়া মৌজার সীড স্টোর মোছা. সাহেরা বেগম বিং অবৈধভাবে দখল ও স্থাপনা অপসারন করে বিধায় উপজেলা কৃষি অফিসার, শাহজাহানপুর মালিকানা চেয়ে ১০৯/২০২১ অনা মামলা দায়ের করেন। ২৫/০৫/২০২২ তারিখ বিবাদী পক্ষ জবাব দাখিল করেছেন। মামলা পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১২/১১/২০২৪ খ্রি: । (খ) শাহজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া ইউনিয়নের মোস্তাইল মৌজার সীড স্টোরের জায়গায় বাদী রেজাউল করিম মিলন অবৈধভাবে দোকান ঘর নির্মাণ করেন। উক্ত দোকানঘর উচ্ছেদের নোটিশ প্রদান করা হলে জনাব জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, বগুড়া ১০/২০০৭ দায়ের করেন। মামলা শুনানীর তারিখ ছিল ০৭/০১/২০২৪ খ্রি:। পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি।	মামলার বিষয়ে সর্বোচ্চ তৎপর থাকতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সহ আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি,বগুড়া/ ইউএও, শাহজাহানপুর, বগুড়া।	বগুড়া অঞ্চল
১৫৩.	পাবনা সদর উপজেলায় পাঁতী মৌজার এস. এ খতিয়ান নং- ২৬২, আর.এস দাগ নং-৭৮৬ এ রাখালদর বীজাগারের ০৮ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জালাল উদ্দিন সরকার বাদী হয়ে দে: মো: ৮৫০/২০০০ সালের করেন। উক্ত মামলায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে বাদী দে: আপিল-১৭/২০০৪ দায়ের করেন। আপিল মামলায় পুনরায় সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন নং-১৬৫৪/২০০৫ সালের করেন। সরকার পক্ষে আইনজীবী জনাব শফিকুল ইসলাম নিয়োজিত আছেন। জমি ডিএই'র দখলে রয়েছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং মামলার অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, পাবনা/ ইউএও, সদর, পাবনা।	বগুড়া অঞ্চল
১৫৪.	পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলা রেকর্ড সংশোধনীসহ ০.০৮ শতাংশ সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পাবনায় দে: মোকদ্দমা- ৪৪৫/১৬ (পি এস) (পুরাতন দেঃ মাঃ নং- ২৮০/১২) রুজু করেন। । গত ২৯/০১/২০১৯ তারিখে তদ্বিরের অভাবে মামলাটি খারিজ হয়। উক্ত খারিজাদেশের বিরুদ্ধে সরকার কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। জমির নামজারির জন্য আবেদন করা হয়েছে। জমি ডিএই'র দখলে আছে।	খারিজাদেশের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, পাবনা/ ইউএও, আটঘরিয়া।	বগুড়া অঞ্চল
১৫৫.	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের এসএএও কোয়ার্টার জমির মালিকানা দাবি করে মো. খালেকুজ্জামান (মিঠু), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ঈশ্বরদী, পাবনা'কে বিবাদী করে সহকারী জজ আদালতে দেঃ মাঃ নং-৩৭/২০২০ সালের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৫/১০/২০২৪।	জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, পাবনা/ ইউএও, ঈশ্বরদী, পাবনা।	বগুড়া অঞ্চল
১৫৬.	পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের এসএএও কোয়ার্টার এর জমির মালিকানা দাবি করে উপজেলা কৃষি অফিসার, চাটমোহর সিভিল রিভিশন নং-১৬/২০১২ দয়ের করেন। মামলাটি পাবনা জজ কোর্ট এ বিচারাধীন। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	জমি সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে সর্বোর্চ্চ তৎপর থাকতে হবে এবং মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	ডিডি, পাবনা/ ইউএও, চাটমোহর পাবনা।	বগুড়া অঞ্চল
১৫৭.	(ক) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কৃষি বিভাগ'কে বিবাদী করে মো. শহীদুল ইসলাম পূর্বাপর স্বত্ব ছিল ও আছে মর্মে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য অপর প্রকার আপিল নং-৭৮/১০ (সদর) দায়ের করেন। মামলাটির কৃষি বিভাগের পক্ষে রায় হয়েছে। (খ) উপজেলা কৃষি অফিসার'কে বিবাদী করে মোছা. সূর্য বেওয়া গং বাটোয়ারা মামলা নং- ২০০/১৮ দায়ের করেন। ০৬/১১/২০২৪ তারিখ স্বাক্ষীর জন্য ধার্য্য রয়েছে। (গ) উপজেলা কৃষি অফিসার'কে বিবাদী করে পোতাজিয়া যুব সংঘ পূর্বাপুর স্বত্ব ছিল ও আছে মর্মে ডিক্রীর আবেদন সংক্রান্ত ওসি নং ১৬/২০ দায়ের করেন। মামলাটি এস.আর এর জন্য ৩১/১০/২০২৪ ধার্য্য রয়েছে। জমি ডিএইর দখলে আছে। (ঘ) বাংলাদেশ সরকার পক্ষে কৃষি বিভাগকে বিবাদী করে মো. আব্দুল হক মন্ডল গং বাটোয়ারা মামলা নং-৯৫/২০২১ দায়ের করেন। মামলাটি জবাব দাখিলের জন্য ২৯/০৯/২০২৪ তারিখ ধার্য্য ছিল।	মামলাগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, সিরাজগঞ্জ।	বগুড়া অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৫৮.	(ক) রায়গঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের তফসিল সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া পাইবার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার বাদী হয়ে ঐএডিসি'কে বিবাদী করে বাটোয়ারা মামলা নং-২০৪/২০১৭ দায়ের করেন। মামলাটি কৃষি অফিসের অনুকূলে রায় হয়। ফলে বিবাদী পং আপীল ২৮৬/২০২১ দায়ের করেন। মামলার শুনানীর তারিখ ২২/০৫/২০২৩ ধার্য ছিল। মামলায় চূড়ান্ত ডিক্রি পাইবার জন্য আবেদন করা হয়েছে। (খ) উপজেলা কৃষি অফিসের ১৬৫ নং দাগে ১০ শতক জমি রয়েছে। কিন্তু রেকর্ড হয়েছে ১৫৮ দাগে ২ শতক এবং ভবনের অবস্থান ১৫৯ দাগে। উক্ত বিষয়ে জমির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও বাটোয়ারা বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসারকে বিবাদী করে মো: আব্দুল কাদের পং বাটোয়ারা মামলা ৩৩/২০২৪ দায়ের করেন। মামলাটির শুনানীর তারিখ ০৩/১১/২০২৪ নির্ধারিত হয়েছে।	মামলা ২টির সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, সিরাজগঞ্জ/ ইউএও, রায়গঞ্জ,	বগুড়া অঞ্চল
১৫৯.	জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ হর্টিকালচার সেন্টারের ১২.৫০ শতক জমি মোঃ আঃ সালাম মন্ডল মালিকানা দাবি করে মামলা দায়ের করলে মামলার রায় বাদী পক্ষে যাওয়ায় বিবাদী উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার আপীল মামলা ১১/২০২০ দায়ের করা হয়। জমিটি ডিএই এর দখলে রয়েছে। মামলাটির শুনানী তারিখ ১৯/০৬/২০২৪ খ্রি.।	সরকারের স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা পরিচালনায় যত্নবান হতে হবে এবং নিয়োজিত আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট	বগুড়া অঞ্চল
১৬০.	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা'র ২.৩৬ একর জমি দাবি করে গাইবান্দা পৌরসভা মেয়র এটিআই কে বিবাদী করে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস রংপুরে মামলা নং- ৬১/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। সরকার পক্ষে আইনজীবী মো: আবদুস সালাম নিয়োজিত আছেন। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা	রংপুর অঞ্চল
১৬১.	(ক) গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় পাট চাষী সমিতির নামে ক্রয়কৃত ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে প্রায় ১৫.৯৪ একর জমি ব্যক্তিনামে রেকর্ড হয়েছে। ডিএই'র দখলকৃত ৩৩.২৯ একর জমির মধ্যে সাপগাছি হাতিয়াদহ মৌজার ৩১.৩৪ একর জমি খারিজ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১.৯৫ একর জমি খারিজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপজেলা ভূমি অফিস, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধায় দাখিল করা হয়েছে। বর্ণিত জমির বিষয়ে ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হলে ৫১টি সরকার পক্ষে নিষ্পত্তি হয় এবং ৪৭টি সরকারের বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়। পরবর্তীতে ৪২(ক) বিধি মোতাবেক জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর ৪৭টি আপিল দায়ের করা হয়। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে উপজেলা কৃষি অফিসার সরাসরি যোগাযোগ করছেন। সাপগাছি হাতিয়াদহ ও তাজপুর মৌজার রেকর্ডকৃত জমিগুলির প্রিন্ট পর্চা সংগ্রহ করা হয়েছে। মূল দলিল না থাকায় অবশিষ্ট জমি উদ্ধার ও রেকর্ড করতে সমস্যা হচ্ছে। বিতর্কিত দাগগুলোর সঠিক ওয়ারিশের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। (খ) কামারদহ ইউনিয়ন এসএএও কোয়ার্টারের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরসুরীরা দে: মো: ২০/২০২১ দায়ের করেন। মামলাটি শুনানীর জন্য ০৩/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখে ধার্য আছে। তাজপুর মৌজার জমি সংক্রান্ত মামলা নম্বর ২২৭/১১ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ ০৬/১০/২০২৪ খ্রি:। জমি সংলগ্ন রংপুর মহাসড়কের সম্প্রসারণ কাজ চলমান। (গ) কামারদহ ইউনিয়ন ফাসিতলা এসএএও কোয়ার্টারের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরসুরীরা দে: মো: ২০/২০২১ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। ঐএস কোয়ার্টার সিত স্টোর সমূহের কোন দলিল পত্র নেই।	(ক) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর এর সাথে যোগাযোগ করে দায়েরকৃত আপীল আপত্তি মামলা দ্রুত শুনানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জাল দলিল খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করতে হবে। (খ) দে: মো: ২০/২০২১ এর শুনানীতে ডিএই'র প্রতিনিধি এবং আইনজীবীদের আদালতে উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে। (গ) পরবর্তী সভায় হালনাগাদ তথ্যাদি অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা/ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ	রংপুর অঞ্চল
১৬২.	পলাশবাড়ি উপজেলা কৃষি অফিসের জমির মালিকানা দাবি করে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মো: মমতাজ হোসেন বাদী হয়ে ডিএই'কে বিবাদী করে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা নং-৭২৫/২০২০ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৬/০১/২০২৫ ।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, গাইবান্ধা/ ইউএও, পলাশবাড়ি	রংপুর অঞ্চল

ক্রমনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৬৩.	(ক) গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার বোনারপাড়া এসএএও কোয়ার্টারের জমি সংক্রান্ত জটিলতায় উপজেলা কৃষি অফিসার, সাঘাটা বাদী হয়ে জনাব আজহার আলীকে বিবাদী করে দে. মামলা ১৩৩/২০২৩ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ-০৪/১১/২০২৪খ্রি.। একইসাথে কোয়ার্টারের স্থাপনা ভাঙ্গার কারণে কৃষি অফিস বাদী হয়ে ফৌজদারি মামলা নং- ১৯/২০১৬ দায়ের করেন। পরবর্তীতে মো. আজহার আলী বাদী হয়ে দে, মামলা ৫৫/২০১৭ দায়ের করেন। মামলা ৩টির পরবর্তী তারিখ পাওয়া যায়নি। খ) ডিএই'র নামে বিআরএস খতিয়ান ভুক্ত ১৫শতক জমির মালিকানা দাবি করে জনাব আফিয়া বেওয়া বাদী হয়ে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, গাইবান্ধায় মামলা নং ২৬১৯/২০২২ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান। গত ১৭/০৩/২০২৪ তারিখে ধার্য্য ছিল। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলাগুলোর সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, গাইবান্ধা/ ইউএও, সাঘাটা	রংপুর অঞ্চল
১৬৪.	গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাহপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের সীড স্টোরের জমি দাতা ওয়ারিশগন জমি প্রাপ্তির জন্য মো. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ গং জেলার যুগ্ম জজ আদালত গাইবান্ধায় দে. মামলা ০৯/২০০১ দায়ের করেন। মামলাটির শুনানীর তারিখ ছিল ১৫/১০/২০২৪। তাছাড়া জমি সরকার পক্ষের দখলের জন্য উচ্ছেদ মামলা ২১/২০০২ দায়ের করা হয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	মামলা ২টি বিবরণসহ সর্বশেষ অগ্রগতি পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে এবং যথাযথভাবে মোকাবেলার জন্য আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	ডিডি, গাইবান্ধা/ ইউএও, সাদুল্লাহপুর।	রংপুর অঞ্চল
১৬৫.	(ক) দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার মুর্শিহাট এসএএও কোয়ার্টার এর ২০ শতক জমির মালিকানা দাবি করে মো: শামছুল হক, উপপরিচালক, ডিএই, দিনাজপুর (পক্ষে উপজেলা কৃষি অফিসার, বোচাগঞ্জ) কে বিবাদী করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুরে দে: মো: মা: ১৫৯/২০১৬ দায়ের করেন। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। (খ) বর্তমানে স্বত্ব মামলা নং-১৪৬/২০২৩ মামলাটি সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে উপজেলা কৃষি অফিসার, বোচাগঞ্জ নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন মর্মে জানান। উভয় মামলাটির শুনানীর তারিখ ১০/১০/২০২৪ নির্ধারিত ধার্য্য আছে। জমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দখলে আছে।	মামলায় নিয়োজিত আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষাপূর্বক শুনানীর তারিখ পরবর্তী সভাকে অবহিত করবেন।	ডিডি, দিনাজপুর /ইউএও, বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর অঞ্চল
১৬৬.	(ক) দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পলাশবাড়ী এসএএও কোয়ার্টার এর ৯ শতক জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতায় উপজেলা কৃষি অফিসার জিআর মামলা নং- ১৬১/২০০৪ দায়ের করেন। মামলার সরকার পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিবাদী মো: আবুল কাশেম হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করায় নিম্ন আদালতের রায় স্থগিত আছে। পরবর্তীতে উক্ত জমির বিষয়ে উপজেলা কৃষি অফিসার পার্বতীপুর সহকারী জজ আদালতে দে: মোকদ্দমা ৬৮/২০১১ দায়ের করেন। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ২০/১০/২০২৪খ্রি.। (খ) একই উপজেলার রামপুর সিড ষ্টোরের ০৪ শতক জমির মালিকানা দাবি করে মো: আব্দুল মজিদ সহকারী জজ আদালত, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। গত ০৫/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে মামলার রায় বাদীর অনুকূলে হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দে:আপিল-১৮০/২০২২ দায়ের করা হয়। মামলাটি ৩০/১০/২০২৪ তারিখে শুনানীর জন্য উপস্থাপন হলে সদর উপজেলা নির্বাচনের জন্য শুনানী হয়নি। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি পাওয়া যায়নি।	সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার মামলাগুলো তদারকিসহ সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন।	ডিডি, দিনাজপুর/ ইউএও, পার্বতীপুর।	দিনাজপুর অঞ্চল
১৬৭.	(ক) পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলায় ১.৮৮ একর জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জমি দাতার ওয়ারিশগণ দে:মোকদ্দমা দায়ের করলে সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার দে:আপিল নং-৮১/২০২২ দায়ের করেন। আপীল মামলাটি গত ১৪/১০/২০২৪ খ্রি. তারিখে খারিজ হয়। মামলাটি পুনরায় চালু করার জন্য ছানী মামলা ২৬/২০২৩ রুজু করা হয়। মামলাটি চলমান রয়েছে। গত ৩০/০৫/২০২৪খ্রি. তারিখে শুনানীর জন্য ধার্য্য ছিল। শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি। জমি কৃষি অফিসের দখলে আছে। (খ) জমিদাতা যেই দাগে জমি দান করেছিল বিএস কোর্য়াটার সেই দাগে না হয়ে অন্য দাগে হওয়ায় জমির মালিক বাদী হয়ে দেং মোঃ ৭৬/২০২৩ দায়ের করেন। স্থাপনা থাকায় ভূমি অফিস বিএস কোর্য়াটারের নামে জমি নামজারি করে দেয়। শুনানীর তারিখ নির্ধারণ হয়নি। জমি কৃষি অফিসের দখলে রয়েছে।	মামলার বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে।	ডিডি, পঞ্চগড়/ ইউএও, আটোয়ারী	দিনাজপুর অঞ্চল

ক্রম নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	অঞ্চলাধীন
১৬৮.	ক) ডিডি, ডিএই, ঠাকুরগাঁও এর অধীনস্থ সরকারী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য জনাব মো: আমিনুল ইসলাম-কে বিবাদী করে সদর সহকারী জজ আদালতে দে: মো: নং ৩৮৮/১৯৯৯ দায়ের করেন। মামলাটি চলমান রয়েছে। গত ০৩/০৫/২০০৬খ্রি. তারিখে সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের করা হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। জমি ব্যক্তির দখলে রয়েছে।	মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে আপিল দায়ের না হওয়ার বিষয়ে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে ডিএই সদর দপ্তরকে জানাতে হবে।	ডিডি, ঠাকুরগাঁও/ ইউএও, সদর	দিনাজপুর অঞ্চল
১৬৯.	উপজেলা কৃষি অফিস, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও এর বীজাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব আব্দুল মুমিন ডিএইকে বিবাদী করে ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে স্বত্ব ঘোষণা মূলক মামলা নং- ৪৯/২০১৯ দায়ের করেন। মামলায় বাদী পক্ষের সাক্ষ্য পর্যায়ে রয়েছে। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৬/১০/২০২৪খ্রি.।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতিসহ জমির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ঠাকুরগাঁও/ ইউএও, রানীশংকৈল	দিনাজপুর অঞ্চল
১৭০.	উপজেলা কৃষি অফিস, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও এর বীজাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোতালেব আলী ডিএইকে বিবাদী করে সদর সহকারী জজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা নং ১৫/২০১৬ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী শুনানীর তারিখ-০৭/১০/২০২৪খ্রি.।	মামলার সর্বশেষ অগ্রগতিসহ জমির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী সভাকে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ঠাকুরগাঁও/ ইউএও, হরিপুর	দিনাজপুর অঞ্চল
১৭১.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও এর এল.এ.কেস নং- ১০/৭৮-৭৯ এর মাধ্যমে ১.৬৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত জমির সীমানা নির্ধারণে দেখা যায়, ০.৯২ একর জমি দখলে আছে। কাগজপত্র উদ্ধার সংক্রান্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য নিম্নরুপ: (ক) আনোয়ার আহাম্মদ, পিতা- মনির আহাম্মদ, ঠাকুরগাঁও সদর এর নিকট হতে ১৬০৮ ও ১৬২১ নং দাগে ০.৩৬ একর জমি হুকুম দখলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। (খ) হাজেরা বেগম খাতুন, স্বামী- কাজী মোহাম্মদ, ঠাকুরগাঁও সদর এর নিকট হতে ১৬০৮ ও ১৬২১ নং দাগে ০.৩৬ একর জমি হুকুম দখলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। (গ) জ্যোতিশ্বরী সিংহ, স্বামী জতিন্দ্রনাথ সিংহ, ঠাকুরগাঁও নিকট হতে ১৬০৮ দাগে ০.১৮ একর জমি হুকুম দখলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। হুকুম দখলের মাধ্যমে তিনজনের নিকট থেকে গৃহীত মোট জমি ০.৩৬+০.৩৬+০.১৮) = ০.৯০ একর। কিন্তু জমি দখলে আছে ০.৯২ একর। তাছাড়া হর্টিকালচার সেন্টারের স্থাপনের চিঠিতে বলা আছে জমির পরিমাণ ১.৬৫ একর। ইহার স্বপক্ষে কাগজপত্র না থাকায় ধারণা করে ইহার তথ্য প্রেরণ করা হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে আরো কাগজপত্র ও জাবেদা নকল উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত ও অদ্যাবধি প্রাপ্ত কাগজপত্র সহ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও এর সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, ৯০ শতকের অধিক কোন জমি নেই। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য কাগজপত্রে প্রাপ্ত ৯০ শতক জমি অত্র হর্টিকালচার সেন্টারের নামে নামজারী ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য আবেদন করা হলে জেলা প্রশাসকের এলএ শাখায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	৯০ শতক জমি অত্র হর্টিকালচার সেন্টারের নামে নামজারী ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী সভায় উক্ত এজেন্ডা নিস্পত্তি করা হবে।	নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও।	দিনাজপুর অঞ্চল

(খ) পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১০/০৯/২৪

(ড. মোঃ সাহিনুল ইসলাম)
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ উইং
ও
সভাপতি
সরকারি সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।